কুকুর সম্পর্কিত বিধি-বিধান

সংকলনঃ আবু হাফসা

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদুলিল্লাহ্। সমস্ত প্রশংসা জগৎসমুহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য এবং দুরুদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালীন খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য এবং তাদের জন্য যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী হবেন এবং তাদের দাওয়াত প্রচারে একান্ত নিবেদিত হবেন।

আল্লাহর তৌফিক ছাড়া কোনো নেক কাজ করা সম্ভব নয়। বুলুগুল মারাম মুখস্থ করতে গিয়ে এবং আরও কিছু কারনে আমার কুকুরের বিষয়ে একটা রিসালা লিখতে আগ্রহ জাগে। অবশেষে আল্লাহর রহমতে আমি কুকুরের বিধি-বিধান সম্পর্কিত মাসালাগুলো সংকলন করতে শুরু করি। তারপর এক পর্যায়ে আলহামদুলিল্লাহ্ সংকলন করা শেষ হয়। রিসালাটিতে কুকুর সম্পর্কিত মাসালাগুলো জমা করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্। এতে ফকীহগনের মতামত এবং প্রত্যেক মাজহাবের দলিল ও দলিলের তাহকীক উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার জানামতে এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম সংকলিত কিতাব আলহামদুলিল্লাহ্। এই কিতাবটিতে বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। পাঠক রেফারেন্স মিলাতে চাইলে মাকতাবাতে শামেলা দেখতে পারেন। আর আল-হাদীস সফটওয়্যার থেকেও অনেক হাদীস কপি করা হয়েছে। এছাড়া দুই, তিন চারটা বাংলা অনুবাদের কিতাব থেকেও অনেক বক্তব্য নেওয়া হয়েছে। যার রেফারেন্সও উল্লেখ করা হয়েছে।

কিতাবটি পাঠ করে পাঠক আলিমদের মত ও দলিল ইনশাআল্লাহ্ জানতে পারবেন। আর এই ফিতনার সময় যে বা যাহারা ফকীহগনের মতের বিপরীত নতুন মত কায়েম করতে চাইবে তাদের থেকেও সতর্ক থাকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ্।

বর্তমানে অনেক মুসলিম পাওয়া যাবে যারা কুকুর সম্পর্কিত অনেক মাসলা মাসায়েল জানেন না। অথচ কুকুরের ব্যাপারে ইসলামে কিছু বিধান আছে। অনেকে ব্যাপারটি নিয়ে হয়তো ভাবেনি।

কিতাবটিতে অনেক বানানে ভুল ছিলো। প্রিয় দ্বীনি ভাই মাকসুদুল হাকিম ভাই বানানগুলো ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এরপরেও ভুল থাকা স্বাভাবিক।আশা করবো পাঠকরা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ আব্দুল্লাহ মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ আমার অনেক অনুবাদ দেখে দিয়েছেন। এবং আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন অনুবাদে। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

আজকে আরবি কিতাবাদি যতটুকু পড়তে পারি আলহামদুলিল্লাহ্ এর জন্য সবচেয়ে বেশী অবদান আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ হাফেয মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসুদ হাফিযাহুল্লাহ এর। আল্লাহ তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

ছোট ভাই মাইনুদ্দীন আহমদ হাম্বলী আমাকে পিডিএফ করে দিয়েছেন। এবং কিছু তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন।আমিন।

আলহামদুলিল্লাহ্ আমার সংকলিত প্রথম রিসালা এটি। আমার দুইজন সন্মানিত ওস্তাদ কিতাবটি সম্পর্কে অভিমত লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

আর কিতাবটির দ্বারা আল্লাহ সকলকে উপকৃত করুন। এবং ক্ষতি ও ফিতনা থেকে হিফাযত করুন। এবং কিতাবটিকে সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আবু হাফসা
২৪/৩/১৮ ইং

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ(হাফিযাহুল্লাহ) এর অভিমত

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীবর্গের উপর।

বইপত্র রচনা করার ধারা প্রচীন যুগ থেকে চলে আসছে। অতীত কাল থেকেই উলামায়ে কেরাম প্রচুর বইপত্র রচনা করেছেন। তাদের রচিত সেসব বইপত্র বিভিন্ন ধারার ও নানান আকারের ছিল। তার মধ্যে একটা হলো, একটা নির্দিষ্ট মাসআলাকে কেন্দ্র করে রচিত কিতাব। একে সাধারণভাবে 'জুয' বলে অভিহিত করা হতো। যেমন, ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লহ এর রচিত 'জুযউল কিরাআতি খালফাল ইমাম' ও 'জুযউ রাফইল ইয়াদাই' ইত্যাদি।

আমার শ্রদ্ধেয় ও স্নেহধন্য মহসিন কামাল –আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইলম, আমল ও হায়াতে বারাকাহ দান করুন- কুকুর বিষয়ক এমনই একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেছেন যাকে আমরা 'জুয' এর কাতারে ফেলতে পারি। মূলত কুকুর সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে এটি রচিত। এই বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের মতামতের মধ্যেও বিভিন্নতা রয়েছে। বিশেষকরে কুকুরের ঝুটা পাক করার পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন ইমামদের মধ্যে রয়েছে প্রসিদ্ধ মতপার্থক্য। সেগুলোকে একসাথে একটা ছোট্ট পুস্তিকায় তিনি নিয়ে এসেছেন। এই বিষয়ে যদি কেউ বিস্তৃত অধ্যয়ন করতে চায় তবে আশা করি তিনি এর থেকে সহায়তা নিতে পারবেন।

মোটামুটিভাবে বইটি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। ব্যস্ততার কমতি থাকলে হয়তো আরও ভালো ও গভীরভাবে দেখার সুযোগ হতো। বইটি দেখার পর মনে হয়েছে, এটি রচনা করার জন্য লেখককে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। নানান কিতাব দেখা ও ফকীহদের মতামত পর্যালোচনা করার প্রয়োজন পড়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর চেষ্টার যথার্থ প্রতিদান দিন। তবে জায়গা বিশেষ উপস্থাপনার ঢং ও ধরন আরও শক্তিশালী হতে পারতো। কিছু কিছু জায়গায় শব্দচয়নও আরও ব্যাতিক্রম ও উন্নত হতে পারত। তারপরেও নবীন হিসেবে তিনি যা লিখেছেন সেটা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য ও উৎসাহব্যাঞ্জক। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই খেদমতকে কবুল করে নিন। এর ফায়েদাকে ব্যাপক করে দিন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
২৬-০৬-১৪৩৯ হিজরী
১৫-০৩-২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
বৃহস্পতিবার, রাতঃ ৯:২৫

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ(হাফিযাহুল্লাহ) এর অভিমত

নাহমাদুহু ওয়ানু সল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ

ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম।এতে জীবনে যাবতীয় বিষয়ের সমাধান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেওয়া হয়েছে। পেশাব-পায়খানা থেকে শুরু করে বিশ্ব পরিচালনা পর্যন্ত সকল কিছুর দিক নির্দেশনা এতে সন্নিবেশিত রয়েছে।

কুকুর আমাদের অতিপরিচিত একটি প্রাণী। বর্তমান বিশ্বে আধুনিকতার নামে দিনকেদিন কুকুর পালনের রীতিনীতি বেড়েই চলেছে।কিন্তু "কুকুর পালন কতটুকু শরীয়াতসম্মত, তা ক্রয়বিক্রয়ের বিধান কী, তার শরীর-পশম পাক না নাপাক, তার লালা কোথাও লাগলে বা কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি কী" এসব বিষয়ে তারা সম্যকজ্ঞান রাখে না। এসম্পর্কে তাদের জ্ঞান না থাকার কারণে তারা তাদের অজান্তেই হরহামেশা গুনাহর বোঝা তাদের কাঁধে চাপিয়ে নিচ্ছে। অথচ ইসলাম কুকুর সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে স্পষ্ট বিধিবিধান দিয়েছে।ইসলামি ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কুকুর সম্পর্কীয় বিধিবিধান ও মাস'আলা-মাসায়েল। তাদের এবিষয়ে জ্ঞানের অভাবের পিছনে যেমন রয়েছে তাদের অলসতা তেমনি রয়েছে সে সম্পর্কিত বিধিবিধান সম্বলিত গ্রন্থের অভাব।

শ্রদ্ধেয় আবূ হাফসা মুহসিন কামাল যুগের চাহিদা ও এ বিষয়ে জমাটবদ্ধ অজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যে "কুকুর বিষয়ক....." পুস্তিকাটি সংকলন করেছেন। আমি পুস্তিকাটি পড়ে খুব খুশি হয়েছি। আমার জানামতে কুকুর বিষয়ক এটি সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র পুস্তিকা। এটি এ বিষয়ক সর্বপ্রথম পুস্তিকা হওয়ার কারণে সংকলক অত্যন্ত বেশি প্রশংসার পাওয়ার দাবি রাখে।আমরা আল্লাহর কাছে সংকলকের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি ও দু'আ করি যেন তিনি এই পুস্তিকাটি কবুল করে নেন!

বিনীত
আব্দুল্লাহ মাহমূদ বিন শামসুল হক

সূচিপত্র

কুকুরের উচ্ছিষ্টের বিধান

কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাক নাকি নাপাক সে বিষয়ে মুজতাহিদ ইমাম এবং ফকীহগনের মাঝে ইখতিলাফ বিদ্যমান।ইমাম আবু হানীফা[1], ইমাম লাইছ ইবন সা'দ[2], ইমাম সুফিয়ান ছাওরী[3], ইমাম শাফিয়ী[4], ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল[5](রহিমাহুমুল্লাহ) সহ জমহুর আলিমগনের মতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট 'নাজিস' তথা 'নাপাক'। আর ইমাম মালেক[6](রহিমাহুল্লাহ) ও কতিপয় ইমামদের মতে তা 'ত্বহির' বা 'পবিত্র'। তবে এ বিষয়ে ইমাম মালেক(রহিমাহুল্লাহ) থেকে চারটি মত পাওয়া যায়, যথা:

১. কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

২. গ্রামের কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। আর শহরের কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

৩. যে সকল কুকুর বিশেষ প্রয়োজনের কারণে লালন-পালন করা জায়েজ,সেগুলোর উচ্ছিষ্ট পবিত্র, তা ছাড়া অন্যগুলোর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

৪. কুকুরের উচ্ছিষ্ট মুতলাকভাবে পবিত্র। - এটিই তার বিশুদ্ধ অভিমত।

কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র বলার পক্ষে ইমাম মালিক(রহিমাহুল্লাহ)-এর দলিলঃ

(দলীলঃ ১) মহান আল্লাহ তা'আলার বানীঃ

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

"বল, 'আমার নিকট যে ওহি পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত হয়- কারণ, নিশ্চয় এগুলো অপবিত্র।"[7]

উক্ত আয়াতে **'سور الكلب'**কে অপবিত্র বলা হয় নি।

(দলীলঃ ২) কুকুরের শিকার হালাল হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

"সুতরাং তোমরা তা থেকে খাও, যা তোমাদের জন্য ধরে এনেছে।"[8]

---

1. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আল-আসলু, ১/৩২ ; ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২১/৬১৬

2.ইমাম ত্বহাবী, মুখতাসার ইখতিলাফুল উলামা, ১/১১৭

3.ইমাম ত্বহাবী, মুখতাসার ইখতিলাফুল উলামা, ১/১১৭

4. ইমাম শাফিয়ী, আল-উম্ম, ১/৬

5. ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ আল-ফাতাওয়া, ২১/৬১৬

6. ইমাম সাহনূন, আল-মুদাওয়ানাহ, ১/৫ ; ইমাম ত্বহাবী, মুখতাসার ইখতিলাফুল উলামা, ১/১১৮ ; ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২১/৬১৬

7. সূরাহ আন'আম, আয়াতঃ ১৪৫

8. সূরাহ মা'য়িদাহ, আয়াতঃ ৪

অতএব কুকুরের শিকার হালাল, তাই তার উচ্ছিষ্টও হালাল হবে। হাদীসে বর্ণিত সাতবার ধৌত করার হুকুম নাপাক হওয়ার কারনে নয়, বরং তা ধোয়ার হুকুম ইবাদতরূপে।

জমহুর আলিমগন এ বিষয়ে ইমাম মালিকের বিরোধিতা করেন, ইমাম মালেকের দলীলের জবাব:

১.অনেক হারাম হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে,কুরআন দ্বারা যাবতীয় হারাম সাব্যস্ত হয় নি।

২. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার হালাল বলা হয়েছে,তবে তার উচ্ছিষ্টকে হালাল বলা হয় নি।

৩.সাতবার ধৌতকরণ এর হুকুম ইবাদতরূপে নয় বরং নাপাক হওয়ার কারনে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ(রহিমাহুল্লাহ) কুকুরের শরীর ও লালার ব্যপারে তার মাজমুউ ফতওয়ায় এক প্রশ্নের জবাব আলোচনায় বলেছেনঃ

وَأَمَّا الْكَلْبُ فَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ طَاهِرٌ حَتَّى رِيقُهُ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ. وَالثَّانِي: نَجِسٌ حَتَّى شَعْرُهُ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد. وَالثَّالِثُ: شَعْرُهُ طَاهِرٌ وَرِيقُهُ نَجِسٌ وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ. فَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ أَوْ الْبَدَنَ رُطُوبَةُ شَعْرِهِ لَمْ يَنْجُسْ بِذَلِكَ

"আর কুকুরের ব্যাপারে আলিমগন পরস্পর ভিন্নমত পোষন করেন। এই ব্যাপারে তিনটি মত আছে। এর মধ্যে প্রথম মতটি হচ্ছে যে, কুকুর পবিত্র। এমনকি তার লালাও পবিত্র। আর এটা ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর মাজহাব। ২য় মত: তা অপবিত্র, এমনকি তার পশমও অপবিত্র। এটা ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) এবং ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত দুই বর্ণনার একটি মত। (অর্থাৎ ইমাম আহমদের দুই মতের একটি মত)। ৩য় মত: তার পশম পবিত্র এবং তার লালা অপবিত্র। আর এটা ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) এবং ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত দুই মতের এক মত। আর এটাই হচ্ছে মতগুলোর মধ্যে অধিক বিশুদ্ধতম মত। অতএব যদি কুকুরের ভিজা পশম শরীর কিংবা কাপড়ে লেগে যায় তবে এর কারণে (অর্থাৎ কুকুরের ভিজা দেহ লাগার কারণে) শরীর ও কাপড় অপবিত্র হবে না।"[9]

উল্লেখ্য যে, যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে সে পাত্র পবিত্রকরনের পদ্ধতি নিয়ে ইমামদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে।

جمهور العلماء على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه، وأن أقل ما يجزئ في تطهيره أن يغسل سبعًا إحداهن بالتراب، وهذا مذهب الشافعي. وحكى ابن المنذر وجوب الغسل عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعروة بن الزبير وعمرو ابن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر .ورُوي عن أحمد ثماني مرات إحداهن بالتراب، وبه قال داود في روايةٍ .وقال الزهري: يكفيه ثلاث مرات .وقال أبو حنيفة: يجب غسله حتى يغلب على الظنّ

9.ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ আল-ফাতাওয়া, ২১/৫৩০

طهارته، فلو حصل ذلك بمرةٍ أجزأه، وهو مذهبه في سائر النجاسات العينية .وذهب الأوزاعي ومالك في المشهور المعتمد عنه إلى أن الإناء لا ينجس بولوغ الكلب فيه، وكذا الطعام والشراب لا ينجسان بولوغ الكلب فيما كانا فيه من إناء فيحل أكل الطعام وشرب الماء ويجوز التوضأ به، وأما غسل الإناء: فإنما يجب تعبدًا لورود الأمر فيه، وبمذهب الأوزاعي ومالك قال الزهري والثوري وداود الظاهري (١) .

অধিকাংশ আলিমগন এই কথার উপর যে, কুকুর যদি কোনো পাত্রে মুখ দেয় তবে তা(সেই পাত্র) অবশ্যই নাপাক হয়ে যাবে। আর তা পবিত্র করার সর্বনিম্ন পদ্ধতি হচ্ছে সাতবার ধৌত করা, একবার মাটি দ্বারা ঘষা। আর এটা ইমাম শাফেয়ী(রহিমাহুল্লাহ) এর মত। আর ইমাম ইবনুল মুনযীর(রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা,ইবনে আব্বাস(রদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং উরওয়াহ ইবনে যুবাইর,আমর ইবনে দিনার,ইমাম মালিক,ইমাম আওযায়ী,ইমাম আহমদ,ইমাম ইসহাক,আবু উবাইদ,আবু সাওর (রহিমাহুমুল্লাহ) থেকে (তা) ধৌত করা ওয়াজিব (হওয়ার কথা) বর্ণনা করেন। এবং ইমাম ইবনুল মুনযীর (রহিমাহুল্লাহ)ও এই মত পোষন করেছেন। ইমাম আহমদ(রহিমাহুল্লাহ) থেকে আটবার ধৌত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। (আটবারের মধ্যে)একবার মাটি দ্বারা ঘষে।ইমাম দাউদ জাহেরী(রহিমাহুল্লাহ)ও এই মত পোষন করেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন তা তিনবার ধোয়াই যথেষ্ট। ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, তা ধৌত করতে হবে পবিত্র হয়ে গেছে মনে হওয়া পর্যন্ত। যদি একবারেই পবিত্র হয়ে গেছে মনে হয়, তবে একবারই যথেষ্ট। তাঁর এই মত সকল দৃশ্যমান নাপাকীর ক্ষেত্রে। ইমাম মালেক ও আওযায়ী (রহিমাহুমুল্লাহ) এর প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী কুকুর পাত্রে মুখ দিলে পাত্র অপবিত্র হবে না। এভাবে কুকুর মুখ দেওয়ার কারনে(পাত্রের মধ্যে থাকা)খাদ্য ও পানীয় অপবিত্র হবে না। তদ্রুপ পাত্রের মধ্যে বিদ্যমান খাবার খাওয়া ও পানি পান করা হালাল এবং তা দ্বারা অযু করাও বৈধ। আর পাত্র ধৌত করা বিধান কেবলমাত্র ইবাদতরূপে হবে। আর ইমাম যুহরী, ইমাম সুফিয়ান সাওরী এবং দাউদ জাহেরী (রহিমাহুমুল্লাহ) ইমাম মালেক ও আওযায়ীর (রহিমাহুমুল্লাহ) অনুরুপ মত পোষন করেছেন।[10]

হানাফীদের মতে কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। আর ৭ বার ধোয়া মুস্তাহাব।আর শাফেয়ীদের মতে সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। হিদায়া গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন হাসান আলী ইবনে আবূ বকর আল ফারগানানী আলমুরগীনানী (রহিমাহুল্লাহ) (মৃত:৫৯৩ হি.) লিখেন,কুকুরে উচ্ছিষ্ট নাপাক। সে যে কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা ধৌত করতে হবে। কেননা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,কুকুরের মুখ দেওয়ার কারনে পাত্র তিনবার ধৌত করতে হবে।-হিদায়া। তিনবার ধোয়ার হাদীস ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) এর বিপক্ষে দলিল হয়, কেননা তার মতে সাত বার ধোয়া ওয়াজিব। হানাফীদের পক্ষ থেকে এর জবাব হয় ইসলামের প্রথম যুগে কুকুরের মুখ দেওয়ার কারনে সাতবার ধোয়ার বিধান ছিলো পরবর্তীতে তা মানসুখ হয়ে যায়। আসল কথা হলো রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রথম যুগে কুকুরের ব্যাপারে লোকদের উপর

10.মাউসুয়াতু মাসায়িলুল জামহুর ফিল ফিকহহিল ইসলামি ১/১২২

কঠোরতা প্রদর্শন করতেন যাতে কুকুর থেকে পূর্নভাবে পরহেয করে। পরবর্তীতে মানুষের আদতে পরিবর্তন আসায় পূর্বের বিধান রহিত হয়ে যায়। হিদায়া গ্রন্থকার ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) এর বিপক্ষে ইলযামী দলিল পেশ করেন যে, যে বস্তুতে কুকুরের প্রসাব লাগে তা তিনবার ধৌত করলে পাক হয়ে যায়। তাহলে যে বস্তুতে তার উচ্ছিষ্ট লাগে যা প্রসাবের চেয়ে সাধারন তা পাক হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। উল্লেখ্য যে, কুকুরের উচ্ছিষ্টকে তার প্রসাবের চেয়ে সাধারন বলা হয়েছে এ জন্য যে, কুকুরের প্রসাব কেউ পাক বলেন নি আর তার উচ্ছিষ্টকে ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) পাক বলেছেন।-আশরাফুল হিদায়া।

ইমাম ইবনে হাজম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ
مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ كَلْبٌ، أَيَّ إنَاءٍ كَانَ وَأَيَّ كَلْبٍ كَانَ - كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ غَيْرَهُ، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا - فَالْفَرْضُ إهْرَاقُ مَا فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ ثُمَّ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَلَا بُدَّ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ وَلَا بُدَّ، وَذَلِكَ الْمَاءُ الَّذِي يُطَهَّرُ بِهِ الْإِنَاءُ طَاهِرٌ حَلَالٌ، فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ وَلَمْ يَلَغْ فِيهِ أَوْ أَدْخَلَ رِجْلَهُ أَوْ ذَنَبَهُ أَوْ وَقَعَ بِكُلِّهِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْ غَسْلُ الْإِنَاءِ وَلَا هَرْقُ مَا فِيهِ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ حَلَالٌ طَاهِرٌ كُلُّهُ كَمَا كَانَ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَلَغَ الْكَلْبُ فِي بُقْعَةٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي يَدِ إنْسَانٍ أَوْ فِي مَا لَا يُسَمَّى إنَاءً فَلَا يَلْزَمُ غَسْلُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَا هَرْقُ مَا فِيهِ .وَالْوُلُوغُ هُوَ الشُّرْبُ فَقَطْ، فَلَوْ مَسَّ لُعَابُ الْكَلْبِ أَوْ عَرَقُهُ الْجَسَدَ أَوْ الثَّوْبَ أَوْ الْإِنَاءَ أَوْ مَتَاعًا مَا أَوْ الصَّيْدَ، فَفُرِضَ إزَالَةُ ذَلِكَ بِمَا أَزَالَهُ مَاءً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إلَّا مِنْ الثَّوْبِ فَلَا يُزَالُ إلَّا بِالْمَاءِ .

মাসালাহ: কুকুর যদি কোনো পাত্রে মুখ দেয়,তা যে কোনো পাত্র হোক আর যে কোনো কুকুরই হোক, শিকারি কুকুর হোক কিংবা অন্য কুকুর, ছোট কুকুর হোক কিংবা বড় কুকুর তবে (এক্ষেত্রে) ফরজ হচ্ছে পাত্রের মধ্যে যা কিছুই বিদ্যমান থাকুক তা ঢেলে ফেলে দেয়া। অতঃপর পানি দ্বারা সাতবার ধৌত করা। এবং অবশ্যই প্রথমবার পানির সাথে মাটি দ্বারা ঘষা।এবং অবশ্যই এমন পানি দ্বারা পাত্র পবিত্র করতে হবে যে পানি পবিত্র হালাল। তবে যদি কুকুর কোনো পাত্রে আহার করে অথচ পাত্রে মুখ দেয়নি (চাটে নাই) কিংবা তার পা অথবা তার শরীরের একটা অংশ ঢুকিয়ে দিয়েছে কিংবা তার গোটা শরীর তাতে পতিত হয়েছে তাহলে পাত্র ধোয়া এবং পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেওয়া অবশ্যকভাবে জরুরী নয়। বরং এসব পবিত্র হালাল যেমনটি (পূর্বে হালাল পবিত্র) ছিলো। অনুরুপভাবে যদি কুকুর জমিন চাটে কিংবা মানুষের হাত চাটে কিংবা এমন কিছু চাটে যাকে পাত্র বলা হয় না তবে উহার কিছুই ধোয়া জরুরী নয় এবং তাতে যা আছে তা ঢেলে ফেলাও জরুরী নয়। কেননা মুখ দেওয়া হচ্ছে কেবল পান করা (অর্থাৎ কেবল কুকুর পাত্র থেকে তরল জাতীয় কিছু পান করলেই মুখ দেওয়া হিসেবে গন্য হবে)। তবে যদি কুকুরের লালা কিংবা ঘাম শরীরে কিংবা কাপড়ে অথবা কোনো পাত্রে কিংবা আসবাবপত্রে বা শিকারি প্রানীর সাথে লাগে (অর্থাৎ এসব জিনিসে কুকুরের ঘাম ও লালা লেগে যায়) তবে ফরজ হচ্ছে পানি অথবা

অন্য কিছু দ্বারা এসব নাপাকি দূর করা। এবং অবশ্যই এসব কিছু যা আমরা বর্ণনা করলাম তা থেকে কাপড়ের বিধান আলাদা। কাপড় পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পবিত্র হবে না।[11]

ইমাম বাগাভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

قَالَ الإِمَامُ: ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ إِلَى أَنَّ الْكَلْبَ إِذَا شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ أَوْ مَائِعٌ آخَرُ، أَنَّهُ يَنْجُسُ وَلا يَطْهُرُ إِلا بِأَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ مُكَدَّرَةٌ بِالتُّرَابِ، وَقَالَ مَالِكٌ، وَالأَوْزَاعِيُّ: «لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ، وَلَكِنْ يَجِبَ غَسْلُهُ سَبْعًا تَعَبُّدًا.....وَقَاسَ الشَّافِعِيُّ الْخِنْزِيرَ عَلَى الْكَلْبِ فِي أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ أَوْ أَصَابَ بَدَنُهُ مَكَانًا رَطْبًا يَجِبُ غَسْلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ....، فَأَمَّا إِذَا أَصَابَ بَدَنُهُ الْيَابِسُ مَكَانًا يَابِسًا، أَوْ مَشَى عَلَى مَكَانٍ يَابِسٍ، فَلا ينجس، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتِ الْكِلابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

অধিকাংশ আহলুল হাদীস এই মত পোষন করেন যে, যদি কুকুর এমন কোনো পাত্র থেকে পান করে, যেই পাত্রে কম পানি ও অন্য কোনো তরল জাতীয় কিছু থাকে তবে তা অপবিত্র, যেই পর্যন্ত না তা সাতবার ধৌত করা হবে, প্রথমবার কর্দমাক্ত মাটি দ্বারা ঘষা না হবে তা পবিত্র হবেনা। ইমাম মালিক ও আওযায়ী (রহিমাহুমুল্লাহ) বলেন, পানি নাপাক হবে না। তবে ইবাদতরূপে তা সাতবার ধৌত করা ওয়াজিব। ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) কুকুরের উপর শুকরকে কিয়াস করেছেন যে, কুকুর যখন কোনো পাত্র থেকে পান করবে কিংবা তার শরীর ভিজা জায়গা স্পর্শ করবে তবে তা সাতবার ধৌত করা ওয়াজিব, আর একবার মাটি দ্বারা। আর যখন কুকুরের শুকনো শরীর শুকনো জায়গায় পৌছে (অর্থাৎ শুকনো জায়গা স্পর্শ করে) কিংবা কুকুর শুকনো জায়গার উপর দিয়ে হেটে যায় তবে সেই স্থান অপবিত্র হবেনা। ইবনে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় মসজিদে রাত্রিযাপন করতাম। তখন কুকুরেরা মসজিদের মধ্যে আসা যাওয়া করতো। এজন্য সাহাবীগন কখনো কুকুরের চলাচলের পথে পানি ছিটাতেন না।[12]

সমসাময়িক আরব আলীমগনের বক্তব্যঃ

১.আল্লামা সাইয়্যেদ সাবেক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ

وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات، أولاهن بالتراب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي: ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة .أما شعر الكلب فالاظهر أنه طاهر، ولم تثبت نجاسته .

11.ইমাম ইবন হাযম, আল-মুহাল্লা, ১/১২০-১২১

12.ইমাম বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ, ৩/৭৫

কুকুর অপবিত্র এবং সে কোনো পাত্রে মুখ দিলে (অর্থাৎ চাটলে) সাতবার ধোয়া ওয়াজিব, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষে ধুতে হবে। আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়,তখন তার পবিত্রকারী পদ্ধতি হলো সাতবার ধৌত করা এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষা। ইমাম মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ এবং বায়হাকি এটি বর্ণনা করেছেন। আর যে পাত্রে শক্ত খাবার রয়েছে তা চাটলে চাটা খাবার ও তার আশপাশের খাবার ফেলে দিতে হবে। বাকি অংশ আগের পবিত্রাবস্থায় বহাল থাকবে এবং তা ব্যবহার করা যাবে। তবে কুকুরের পশম পাক। কারন এর নাপাক হওয়ার প্রমান নেই।[13]

২. শাইখ সালীহ আল-ফাওয়ান(হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেনঃ “যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ভিজা নাপাক বস্তুকে স্পর্শ করে তাহলে অবশ্যই তাকে তার শরীরের সেই অংশকে ধৌত করতে হবে যা সেই নাপাকির সংস্পর্শে এসেছে, কেননা নাপাকি তার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর শুষ্ক নাপাকির বিষয় এই যে, এক্ষেত্রে যদি শরীরের কোনো অংশ নাপাকির সংস্পর্শে আসে তাহলে তা ধৌত করতে হবে না; কেননা নাপাকিটি তার কাছে স্থানান্তরিত হয় নি।”[14]

৩. শাইখ মুহাম্মাদ সালীহ আল-মুনাজ্জিদ (হাফিযাহুল্লাহ) বলেছেন: “যদি আপনি এটিকে (কুকুরকে) এমতাবস্থায় স্পর্শ করেন যখন এটি ভিজানয় তাহলে আপনার হাত অপবিত্র হবেনা। কিন্তু যদি এটিকে এমন অবস্থায় স্পর্শ করেন যখন এটি ভিজা হয়ে আছে, তাহলে আলীমগনের মতে আপনার হাত অপবিত্র হয়ে যাবে; এবং আপনার হাত ৭ বার ধৌত করতে হবে, যার মধ্যে একবার মাটি দ্বারা।”[15]

কুকুর কোনো স্থানে বসলে তাতে পানি ছিটানোর বিধানঃ

ইমাম মুসলিম(রহিমাহুল্লাহ) তার ‘সহীহ’তে নিচের হাদীসটি বর্ননা করেছেনঃ

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي " . قَالَ فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ " قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ " . قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ . فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ .

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস(রদিয়াল্লাহু আনহু)হতেবর্ণিত, তিনি বলেন, মাইমূনাহ্ (রদিয়াল্লাহু আনহা) আমাকে বলেছেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিমর্ষ অবস্থায় সকালে উঠলেন। তখন মাইমূনাহ্ (রদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আজকে আপনার চেহারা

13.আল্লামা সাইয়্যেদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ, ১/২৯

14.আল-মুনতাক্বা মিন ফাতাওয়া আল-ফাওয়ান, ১৮/৪৮

15.https://islamqa.info/ar/13356

মুবারাক বিষন্ন দেখছি। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বললেনঃ জিব্রীল(আলাইহিসসালাম) আজ রাত্রে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার অঙ্গীকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। জেনে রাখ আল্লাহ্‌র কসম! তিনি (কক্ষনো) আমার সঙ্গে ওয়া‘দা খিলাফ করেননি। পরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সে দিনটি এভাবেই কাটালেন। এরপর আমাদের পর্দা (ঘেরা খাট) এর নিচে একটি কুকুর ছানার কথা তাঁর স্মরণ হলো। তিনি নির্দেশ করলে সেটি বের করে দেয়া হলো। অতঃপর তিনি তাঁর হাতে সামান্য পানি নিয়ে তা ঐ (কুকুর শাবক বসার) স্থানে ছিটিয়ে দিলেন। অতঃপর সূর্যাস্ত হলে জিব্রীল (‘আঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সে সময় তিনি তাঁকে বললেন, আপনি তো গত রাত্রে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার অঙ্গীকার করেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমরা (ফেরেশ্তারা) সে সকল গৃহে প্রবেশ করি না যে সকল গৃহে কোন কুকুর থাকে। অথবা কোন (প্রাণীর) ছবি থাকে। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেদিন সকাল বেলায় কুকুর নিধনের নির্দেশ দিলেন। এমনকি তিনি ছোট বাগানের (পাহারাদার) কুকুরও মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বড় বড় বাগানের কুকুরগুলোকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই ফরমানঃ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَه এর ব্যখ্যায় লিখেনঃ

قَوْلُهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ جَمَاعَةٌ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ قَالُوا وَالْمُرَادُ بِالنَّضْحِ الْغَسْلُ وَتَأَوَّلَتْهُ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ غَسَلَهُ لِخَوْفِ حُصُولِ بَوْلِهِ أوروثه

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বানী অতঃপর কুকুরটি যে জায়গায় বসা ছিল, তিনি সেই জায়গায় কিছু পানি নিজ হাতে ছিটিয়ে দিলেন।এর দ্বারা একটি জামাত কুকুরের অপবিত্রতার ব্যপারে প্রমান উপস্থাপন করে বলেন,পানি ছিটানোর দ্বারা ধোয়া উদ্দেশ্য এবং মালেকিরা তার ব্যখ্যা করেন এই কথার উপর যে,তিনি তা ধুয়েছেন কুকুরের প্রসাব কিংবা পায়খানা থাকার আশংকায়।[16]

এই হাদীসটি আরও অনেক হাদীসের ইমাম মুহাদ্দিস ফকিহগন তাদের কিতাবে এনেছেন।যেমন শায়খুল ইসলাম,ইমামদের ইমাম,ফকিহ ইমাম ইবনে খুজাইমাহ (রহিমাহুল্লাহ)ও তার সহীহ ইবনে খুজাইমাতে এনেছেন।তিনি বাব কায়েম করেছেন যেভাবেঃ بَابُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الأَرْضِ مِنْ رَبَضِ الكِلَابِ عَلَيْهَا (অধ্যায়ঃ জমীনে কুকুর বসলে তার উপর পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুসতাহাব)।

نا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ الأَيْلِيُّ، أَنَّ سَلامَةَ بْنَ رَوْحٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ وَاجِمٌ يُنْكَرُ مَا يُرَى مِنْهُ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا أَنْكَرْتُ مِنْهُ، فَقَالَ لَهَا: «وَعَدَنِي جِبْرِيلُ أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ أَرَهُ أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي» قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَكَانَ «فِي بَيْتِي جَرْوٌ كَلْبٌ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا، فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَضَحَ مَكَانَهُ بِالْمَاءِ بِيَدِهِ» ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”

16.ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, ১৪/৮৩।

وَعَدْتَنِي , ثُمَّ لَمْ أَرَكَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ '' وسنده صحيح ٢٩٩

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর স্ত্রী মায়মুনাহ (রদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন। একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিমর্ষ অবস্থায় সকালে উঠলেন। তার এই অবস্থ স্বাভাবিকের বিরোধী ছিল। আমি তার এই বিমর্ষ অবস্থার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন : ''জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) আজকে রাতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অঙ্গিকার করেছিল; কিন্তু আমি তাকে দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তিনি কোনদিন অঙ্গিকার ভঙ্গ করেন না। মায়মুনাহ (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন; আমার ঘরে খাটের নীচে কুকুরের একটি ছোট বাচ্চা বসে ছিল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহুআলাইহিওয়াসাল্লাম) তাকে বাইরে বের করে দিলেন। তারপর নিজ হাতে সেই স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলেন। তারপর যখন রাত হল জিব্রাঈল (আলাইহিসসালাম) তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন: ''আপনি আমার সঙ্গে অঙ্গিকার করেছিলেন; আমি আপনাকে দেখলাম না (তার কারণ কী?)'' জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন : ''আমরা (ফেরেশ্তারা) সেই ঘরে প্রবেশ করি না; যাতে (প্রাণির) ছবি ও কুকুর থাকে'' ।উল্লেখ্যযে, এর সনদে থাকা ''মুহাম্মাদ বিন 'আযীয'' যঈফ রাবী। কিন্তু এই হাদীস অন্যান্য সহীহ সূত্রে বর্ণিত হবার জন্য ''সহীহ''।[17]

এই হাদীসটি আরও যেইসকল কিতাবে আছে তার মধ্যে কয়েকটি কিতাবের বাব দেখে বুঝলাম কোনো আলিম এই হাদীস দ্বারা কুকুরের বসার স্থানে পানি ছিটানো ফরজ এমনটি বলেন নি।কোনো আলিম বলে থাকলে জানানোর অনুরোধ।হাদীসটি সুনানে আবু দাউদে যেভাবে আছে তাও উল্লেখ করা হলোঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي " . ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ بِسَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ .

ইবনু 'আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী মাইমূনাহ (রদিয়াল্লাহু আনহা) আমার নিকট বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আমার সাথে রাতে সাক্ষাত করার ওয়াদা করেছিলান; কিন্তু সাক্ষাত করেননি। অতঃপর তাঁর মনে পড়লো যে, আমাদের বিছনার নীচে একটি কুকুর শাবক আছে। তিনি এটাকে বের করে দিতে আদেশ দিলে তা বের করা হলো। অতঃপর তিনি নিজেই পানি দিয়ে সে স্থানটা

17. সহীহ মুসলিম হাদীসঃ ২১০৫; সুনানে নাসাঈ হাদীসঃ ৪২৮৩; আবু দাঊদ হাদীসঃ ৪১৫৭ ;মুসনাদে আহমাদ ৬/৩৩০

ধুয়ে ফেলেন। জিবরাঈল (আলাইহিসসালাম) তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় বললেন, যে ঘরে কুকুর এবং ছবি থাকে সে ঘরে আমরা কখনো প্রবেশ করি না। সকালবেলা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুর মারতে আদেশ দিলেন, এমনকি ছোট বাগান পাহারার কুকুর হত্যা করারও আদেশ দেন, বড় বাগানের পাহারাদার কুকুর ছাড়া।[18]

আবু দাউদের অন্যরকম আরেকটি হাদীসঃ

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ " . فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّضَدُ شَىْءٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ شِبْهُ السَّرِيرِ .

আবূ হুরাইরাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জিবরীল আমার নিকট এসে বলেন, গত রাতে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আমি প্রবেশ করিনি। কারণ ঘরের দরজায় ছবি ছিল, ঘরের মধ্যে ছিল ছবিযুক্ত পর্দা এবং ঘরে ভেতরে ছিল কুকুর। সুতরাং আপনি ঘরে ঝুলানো ছবির মাথা কেটে দেয়ার আদেশ করুন, তাহলে তা গাছের আকৃতিতে পরিণত হবে। এর পর্দাটি কেটে দুইটি বালিশের ভেতরের কাপড় বানাতে আদেশ করুন এবং কুকুরটিকে বের করে দেয়ার হুকুম দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপদেশ মত কাজ করলেন। কুকুরটি ছিল হাসান বা হুসাইনের এবং তা তাদের খাটের নীচে শুয়েছিল। তিনি সেটাকেও বের করে দেয়ার আদেশ দেন এবং তা বের করে দেয়া হলো। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, আন-নাযাদ হচ্ছে কাপড় রাখার বস্তু, গদি সদৃশ।[19]

আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) সহ যেসকল আলিমদের নিকট কুকুরের পশমও নাপাক তারা এই মত পোষন করেছেন যে,জমিন ভিজা থাকলে কিংবা কুকুর ভিজা থাকলে সেই কুকুরের সাথে কোনো কিছুর স্পর্শ লাগলে সেটা কাপর,জমিন,মানুষের শরীর যাইহোক সেগুলো অপবিত্র হয়ে যাবে।তারা কেউ বলেন নি যে,শুকনো কুকুরের সাথে শুকনো জমিন,কাপর আর দেহের স্পর্শ হলে সেগুলো অপবিত্র হয়ে যাবে।আর বাস্তবতাও তাই।কেননা দুইটা বস্তু শুকনো হলে নাপাকি কিভাবে প্রবাহিত হবে? আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই স্থানে পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন সেই স্থান শুকনো হলে শুকনো মাটি তো এমনিই পবিত্র।তা হলে সেখানে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার

---

18. সুনানে আবু দাউদ, হাদীসঃ ৪১৫৭

19. সুনানে আবু দাউদ, হাদীসঃ ৪১৫৮

কারন কি? সহীহ ইবনে খুজাইমার হাদীসটির ব্যখ্যায় কেউ নিচের কথাগুলো উল্লেখ করেছেনঃএই হাদীসের মধ্যে যে ঘটনা বর্ণিত হল যে; যেখানে কুকুর ছিল সেই স্থানটি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধুয়ে দিয়েছিলেন; তাই কুকুর যে জমীনে বসে সেস্থানটি কি ধুয়ে দিতে হবে? কিছু 'আলিমগণ বলেছেন যে; এটা জরুরী নয়। কেননা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী মায়মুনাহ (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর খাটের তলায় কুকুরের বাচ্চাটি সারা রাত ছিল। আর সেই সময়ের মাঝে হয়ত সে পেশাব-পায়খানা করে দিয়েছিল খাটের তলায়। সেকারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে পানি ছিটিয়ে পরিষ্কার করেছিলেন।

এই ব্যাখ্যাটি যেসুন্দর ও যুক্তিযুক্ত তা উপরে বর্নিত আলিমদের বক্তব্যগুলো পড়লেই বুঝে আসে।আমার নজরে এখনও পড়েনি যে,কোনো আলিম এই হাদীস থেকে এই মাসালা ইস্তিমবাত করেছেন যে,শুকনো কুকুর শুকনো স্থানে বসে থাকলে পানি ছিটানো ওয়াজিব।আর এটা জানা কথা যে,শুকনো জমিন এমনিই পবিত্র।আর কুকুর পেশাব করার পর জমীন শুকনো হয়ে গেলে অপবিত্রতা দেখা না দিলে সেটা পবিত্র বলেই বিবেচিত হবে।উপরের আলোচনা থেকে আমরা যা যা জানতে পারলামঃ

১.কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র এটা জমহুরের মত।ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) সহো কিছু আলিম এই ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষন করে বলেন,কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র।২.কুকুর পাত্রে মুখ দিলে কতবার ধুতে হবে এই ব্যপারে আলিমদের মতভেদ আছে।হানাফীরা তিনবার ধোয়া ওয়াজিব বলেছেন।আর ইমাম আহমদ ৮ বার ধোয়া ওয়াজিব বলেছেন।তাও এই আটবারের মধ্যে একবার মাটি দ্বারা ঘষে ধুতে হবে।আর জমহুর বলেছেন সাতবার ধোয়া ওয়াজিব।যার মধ্যে একবার মাটি দ্বারা ঘষে ধুতে হবে।৩.কারও মতে কুকুরের পশম পবিত্র।ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) এই মত প্রাধান্য দিয়েছেন।৪.কারও মতে কুকুরের লালা,ঘামের মতো পশমও অপবিত্র।এটা ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) এর মত।৫.যারা কুকুরের পশম অপবিত্র বলেছেন,তাদের বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় ভিজা কুকুরের সাথে কিছু স্পর্শ লাগলে তা নাপাক হবে।কিংবা ভিজা জিনিসে সাথে শুকনো কুকুরের শরীর লাগলে সেই ভিজা জিনিস অপবিত্র হবে।৬.শুকনো কুকুরের সাথে শুকনো কিছুর স্পর্শ লাগলে তা নাপাক হয়ে যাবে এরুপ মত উপরের কোনো আলিম থেকে আমরা স্পষ্ট পাচ্ছিনা।যাদের নাম জানা যায়।ইনশাআল্লাহ্ এখন আমি যারা কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক বলেছেন তাদের মতের দলিলগুলি নিয়ে আলোচনা করবো।আল্লাহ তৌফিকদাতা।

[সাতবার ধোয়ার দলীল]

প্রথমে আমি ইনশাআল্লাহ্ ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) এর দলিলগুলি উল্লেখ করছি যেহেতু তার মাজহাব সাতবার ধৌত করা তাই এই সমস্ত হাদীসগুলি তার দলিল হিসেবে গন্য হয়ঃ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

হাদীসঃ আবূ হুরাইরাহ(রদিয়াল্লাহু আনহু)থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কারো পাত্র থেকে যখন কুকুরে পান করবে তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে।[20]

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ

আবূ হুরাইরাহ(রদিয়াল্লাহু আনহু)থেকেবর্ণিত, রসূলূল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে যখন কুকুরে মুখ দিবে তখন সে যেন পাত্রের বস্তু ফেলে দেয়। তারপর পাত্রটি সাতবার ধুয়ে ফেলে।[21]

এছাড়া সুনানে তিরমিযি ও অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সাতবার ধোয়ার সহীহ হাদীস আছে।

ইমাম বায়হাকি (রহিমাহুল্লাহ) লিখেছেনঃ

وَيغسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب سبع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَلَا يطهر بِدُونِ ذَلِك

কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে সাতবার ধৌত করতে হবে।একবার মাটি দ্বারা ঘষে ধুতে হবে।(অর্থাৎ মাটি দ্বারা ঘষাসহ মোট সাতবার ধৌত করতে হবে)।এছাড়া(পাত্র)পবিত্র হবে না।তিনি নিচের হাদীসগুলি দ্বারা দলিল দেন,

عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات

হজরত আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত যে,রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যখন তোমাদের কারও পাত্র থেকে কুকুর পানি পান করে,সে যেনো ওটাকে সাতবার ধৌত করে নেয়।-বুখারী,মুসলিম।

قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسل سبع مَرَّات وَفِي أُخْرَى إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليرقه ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়,তখন তার পবিত্রকারী পদ্ধতি হলো সাতবার ধৌত করা।অন্য রেওয়ায়েতে আছে,তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয় সে যেন তা ঢেলে ফেলে,অতঃপর পাত্রটি সাতবার ধৌত করে।

قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسلهُ سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

20.সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৩৭

21.সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৩৫

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়,তখন তার পবিত্রকারী পদ্ধতি হলো সাতবার ধৌত করা প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষা।[22]

আইয়ুব (রহিমাহুল্লাহ) ইবনে সিরিন (রহিমাহুল্লাহ) থেকে,তিনি আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ননা করেন।তাতে প্রথমবার কিংবা শেষবার মাটি দ্বারা ঘষে ধৌতকরারকথাএসেছে।

ইমাম নববী(রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَجْزَائِهِ فَإِذَا أَصَابَ بَوْلُهُ أَوْ رَوْثُهُ أَوْ دَمُهُ أَوْ عَرَقُهُ أَوْ شَعْرُهُ أَوْ لُعَابُهُ أَوْ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ شَيْئًا طَاهِرًا فِي حَالِ رُطُوبَةِ أَحَدِهِمَا وَجَبَ غَسْلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَلَوْ وَلَغَ كَلْبَانِ أَوْ كَلْبٌ وَاحِدٌ مَرَّاتٍ فِي إِنَاءٍ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ لِلْجَمِيعِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّانِي يَجِبُ لِكُلِّ وَلْغَةٍ سَبْعٌ وَالثَّالِثُ يَكْفِي لِوَلَغَاتِ الْكَلْبِ الْوَاحِدِ سَبْعٌ وَيَجِبُ لِكُلِّ كَلْبٍ سَبْعٌ وَلَوْ وَقَعَتْ نَجَاسَةٌ أُخْرَى فِي الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ كَفَى عَنِ الْجَمِيعِ سَبْعٌ وَلَا تَقُومُ الْغَسْلَةُ الثَّامِنَةُ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ وَلَا غَمْسُ الْإِنَاءِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَمُكْثُهُ فِيهِ قَدْرَ سَبْعِ غَسَلَاتٍ مَقَامَ التُّرَابِ عَلَى الأصح وقيل يقوم ولا يَقُومُ الصَّابُونُ وَالْأُشْنَانُ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مَقَامَ التُّرَابِ عَلَى الْأَصَحِّ

জেনে রাখুন আমরা কুকুরের চাটা এবং তার অন্যান্য জিনিসের মাঝে কোনো পার্থক্য করিনা।যদি কুকুরের প্রস্রাব,রক্ত,পশম,লালা বা অন্য কোনো অঙ্গ পবিত্র জিনিসে লাগে এবং উভয়ের যেকোনো একটা জিনিস ভিজা থাকে, তাহলে তা সাতবার ধৌত করা ওয়াজিব, তার মধ্যে একবার মাটি দ্বারা ধৌত করতে হবে।আর যদি দু'টি কুকুর বা একটি কুকুর একাধিকবার পাত্রে মুখ দেয়(চাটে), তবে আমাদের মাযহাবে তিনটি মত পাওয়া যায়।তবে সঠিক মত হচ্ছে, একাধিকবার চাটার ক্ষেত্রে সাতবার ধোয়াই যথেষ্ট।আর ২য়মত হচ্ছে, যতবার মুখ দিয়েছে তত সাতবার ধুতে হবে।আর ৩য় মত হচ্ছে,একটা কুকুর একাধিকবার মুখ দিলে সাতবার ধুতে হবে।কিন্তু যদি একাধিক কুকুর মুখ দেয় তাহলে যতগুলি কুকুর মুখ দিয়েছে তত সাতবার ধুতে হবে।আর যেই পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে সে পাত্রে যদি অন্য কোনো নাপাকী থাকে, তাহলে সেই পাত্র সাতবার ধৌত করাই যথেষ্ট(অন্য নাপাকির জন্য অতিরিক্ত ধোয়ার প্রয়োজন নাই)।(মাটি ছাড়া)পানি দ্বারা আটবার ধৌত করলে তা মাটির কাজ করবেনা।এবং পাত্র বেশী পানিতে সাতবার ধোয়ার সময় পরিমান পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ চুবিয়ে রাখলে সঠিক মত অনুযায়ী মাটির কাজ করবেনা।কেউ বলেছেন, কাজ করবে।এবং(মাটি ছাড়া)সাবান,ক্ষার বা এই জাতীয় জিনিস ব্যবহার করলেও সঠিক মত অনুসারে এই সমস্ত জিনিস মাটির স্থলাভিষিক্ত হবেনা।[23]

আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল(রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,যদি কুকুর তোমাদের কোনো পাত্রে মুখ দেয় তবে তা সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষন করবে।

22.মুখতাসার খিলাফিয়্যাত ১/৩৭৯

23.ইমাম নববী, শারহু সহীহ মুসলিম

ইমাম নববী(রহিমাহুল্লাহ)বলেন,

وَأَمَّا رِوَايَةُ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ اغْسِلُوهُ سَبْعًا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ فَكَأَنَّ التُّرَابَ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلَةٍ فَسُمِّيَتْ ثَامِنَةً لِهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

আর অষ্টমবার মাটিদ্বারা ধৌত করার বর্ণনা,আমাদেরও জমহুরের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তা সাতবারধৌত করো এবং তার (সাতবারের) মধ্যে একবার পানির সঙ্গে মাটি দ্বারা ধৌত করো। ফলে মনে হয় যেন মাটি ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় তাকে অষ্টমবার বলা হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।[24]

[আটবার ধোয়ার দলীল]

এখন আমি হাম্বলিদের দলিল উল্লেখ করছিঃ

ইমাম ইবনে কুদামা(রহিমাহুল্লাহ) আল মুগনি কিতাবে ইমাম আহমদ(রহিমাহুল্লাহ)এর মতের ব্যাপারে লিখেছেনঃ

وَعَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا ثَمَانِيًا، إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الْحَسَنِ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ: إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আহমদ থেকে বর্ণিত,যে তা আটবার ধৌত করা ওয়াজিব।একবার মাটি দ্বারা। উহা হাসান থেকে আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,যদি কুকুর তোমাদের কোনো পাত্রে মুখ দেয় তবে তা সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষনকরবে।ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।[25]

ইমাম ইবনে কুদামা (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেছেনঃ

وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَصَحُّ، وَيُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ عَدَّ التُّرَابَ ثَامِنَةً؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ مَعَ إحْدَى الْغَسَلَاتِ فَهُوَ جِنْسٌ آخَرُ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ.

প্রথম রেওয়ায়েতটি অধিক বিশুদ্ধ।আর এই(আটবারের) হাদীসটিকে প্রয়োগ করতে হবে যে,তিনি(রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটিকে অষ্টমবার হিসেবে গণনা করেছেন।কেননা মাটিকে যদিও একটা ধৌত করার সাথে পাওয়া গেছে তারপরেও তা ভিন্নবস্তু।(অর্থাৎ এই অষ্টমবার ধোয়ার হাদীসে মাটিকে ও পানিকে আলাদা আলাদা দুইবার গণ্য করা হয়েছে বস্তু ভিন্ন হওয়ার

24.ইমাম নববী, শারহু সহীহ মুসলিম, ৩/১৮৫

25.ইমাম ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী, ১/৩৯

কারণে,আর সপ্তমবার ধোয়ার হাদীসের ক্ষেত্রে পানি ও মাটিকে আলাদা আলাদা করা গণ্য করা হয়নি বরং মাটিকে পানির সাথে গণ্য করা হয়েছে)।আর এইভাবে দুই হাদীসের সমন্বয় হয়ে যায়।[26]

তিনি আরো বলেছেনঃ

وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةٌ أُمِرَ فِيهَا بِالتُّرَابِ، فَلَمْ يَقُمْ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، كَالتَّيَمُّمِ؛ وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِهِ تَعَبُّدٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ، فَلَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِيهِ.

وَالثَّانِي: يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ أَبْلَغُ مِنْ التُّرَابِ فِي الْإِزَالَةِ، فَنَصُّهُ عَلَى التُّرَابِ تَنْبِيهٌ عَلَيْهَا؛ وَلِأَنَّهُ جَامِدٌ أُمِرَ بِهِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ، فَأُلْحِقَ بِهِ مَا يُمَاثِلُهُ كَالْحَجَرِ فِي الِاسْتِجْمَارِ.

যদি মাটির স্থানে(অর্থাৎ মাটির পরিবর্তে) ক্ষার,সাবান,কুড়া এবং উহার অনুরুপ ধরনের জিনিস ব্যবহার করতে চায়।অথবা আটবার ধৌতকরে(অর্থাৎ মাটির পরিবর্তে একবার বেশী করে ধৌত করে) আবু বকর বলেন,এক্ষেত্রে দুইটি মত রয়েছে।

১)তা যথেষ্ট হবেনা (অর্থাৎ মাটিই লাগবে।অন্য কোনো জিনিস দ্বারা পবিত্র হবেনা)।কেননা এটি পবিত্র করার এমন একটি পদ্ধতি যেক্ষেত্রে মাটির আদেশ করা হয়েছে।মাটির পরিবর্তে অন্য কোনো জিনিস চলবেনা।যেমন,তাইয়াম্মুম।কেননা এটা(মাটি দ্বারা পবিত্র করাটা)ইবাদতরুপে আদেশ করা হয়েছে,মস্তিস্ক প্রসূতনয়।সুতরাং এই ক্ষেত্রে কিয়াস বৈধ নয়।

২)(পবিত্র) হয়ে যাবে। কেননা এই সমস্ত জিনিস অন্য কিছুকে পরিচ্ছন্ন করার ক্ষেত্রে মাটির চেয়ে বেশী শক্তিশালী।অতএব হাদীসে যে মাটির কথা বলা হয়েছে তা সতর্কতার জন্য।কেননা এটা হচ্ছে একটা শক্ত(বস্তু)যার দ্বারা নাপাকী দূর করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।অতএব শক্ত জিনিসগুলো মাটির অন্তর্ভুক্ত হবে।যেমন ইস্তিঞ্জারক্ষেত্রে পাথর (অর্থাৎ শক্ত জিনিস)ব্যবহার করা হয়।[27]-আলমুগনি১/৪০।

কুকুরের ঝুটা পাক এই ব্যাপারে মালেকিদের বক্তব্য আমরা জেনেছি।তাদের মতে কুকুর পাত্রে মুখ দিলে সাতবার ইবাদতরুপে ধৌত করতে হবে।নাপাক হিসেবে নয়।

কুকুরের লালা পাক এইমতকে ইবনুল মুনযীর ও ইমাম বুখারী(রহিমাহুমুল্লাহ) ও সমর্থন করেছেন।

তারা যেই সব দলিল উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কুরআনের আয়াত দ্বারা দলিল দিয়েছেন।কিন্তু আমরা কিতাবের শুরুতেই ইমাম মালিকের মতের জবাবে তার সংক্ষিপ্ত জবাব লিখেছি।

26.ইমাম ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী, ১/৩৯-৪০

27.ইমাম ইবন কুদামাহ, আল-মুগনী, ১/৪০

তাদের যুক্তি হচ্ছে শিকারী কুকুর তার মালিকের জন্য যেই শিকার ধরে আনে তা খাওয়া বৈধ।কুরআনে আল্লাহ আদেশ দেননি যে,শিকারি কুকুর যা ধরে এনেছে তাকে ধৌত করার।কুকুর নাপাক হলে তো সে যা ধরে এনেছে তাও নাপাক হতো।

ইমাম ইবনুল মুনযীর (রহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্যের আলোকে বুঝা যায় তার মতে,পানি যে অপবিত্র হবে এর পক্ষে কোনো দলিল নাই। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করার যেই হাদীসটি আছে এই হাদীসটি কুকুর পাত্রে মুখ দিলে পানি নাপাক হওয়ার দলিল নয়।কেননা আল্লাহ বান্দাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ইবাদত করিয়ে নিতে পারেন।যেমন আল্লাহ রব্বুল আলামীন বান্দাদের ইবাদত দিয়েছেন তোমরা অঙ্গ ধৌত করো।যেমন অযুর সময়।এটা ইবাদতস্বরুপ।অপবিত্রতা হিসেবে নয়।যেমন জুনুবি ব্যাক্তিকে গোসলের আদেশ করা হয়েছে।সেটা ইবাদত হিসেবে।অপবিত্রতা হিসেবে নয়।কেননা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি জুনুবী ব্যক্তিকে বলেন,মু'মিন অপবিত্র নয়। অনুরুপ তার বা বানী طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ এখানেও তহারাত অর্থাৎ পবিত্রতা ইবাদতরুপে হওয়ার সম্ভবনা রাখে।এটা নাপাকির তহারাত নয়।কেননা একটা উসুল হচ্ছে যে,একটি জিনিস দুইটি অর্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকলে একটিকে নিশ্চিত ধরে নিয়ে কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবেনা।এখানে নাপাকির তাহারাত ও ইবাদতের তাহারাত দুইটিই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।আর উসুল হচ্ছে দুই অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রাখলে প্রমান ছাড়া একটি অর্থ ধরে নিয়ে সেটিকে চাপিয়ে দেওয়া সঙ্গত হবেনা।আর আহলে ইল্মরা একমত নাপাকি তিনবার ধৌত করলেই দূর হয়ে যায়।কেউ বলেছেন একবার ধুলেই নাপাকি দূর হয়ে যায়।যেমন রক্ত,মদ ইত্যাদি নোংরা জিনিস।যেই পানিতে কুকুরের লালা মিশে গেছে সেটিকে এসব রক্ত,মদ ও অন্যান্য ময়লা জিনিসের চেয়ে অধিক নাপাক মনে করা ঠিক হবেনা।যদি প্রমান হয়ে যায় কুকুরের লালা বড় নাপাক,তবে সর্বোচ্চ তিনবার ধৌত করা বলা হতো।অথবা একবার।তখন অতিরিক্ত চারবার ইবাদত হিসেবে ধরা আবশ্যক হতো।অর্থাৎ তিনবার ধোয়া ওয়াজিব হলে চারবার ধোয়া ইবাদত হিসেবে ধোয়া ওয়াজিব হতো।নাপাকি হিসেবে নয়।তিনবার ধোয়ার পর নাপাকি থেকে যাওয়া বিবেক সঙ্গত নয়।এসব জিনিস প্রমান করে এটি নাজাসাত হিসেবে নয়।ইবাদত হিসেবে।

ইমাম ইবনুল মুনযীর(রহিমাহুল্লাহ) এমনও বলেছেন যে,এটা নাপাকির ব্যাপারে কেউ দলিল পেশ করতে পেরেছেন বলে তিনি জানেন না।-বিস্তারিত দেখুন আল আউসাত ১/৩০৬।

তাদের এই যুক্তি যে,কুকুর শিকার ধরে আনলে তা ধৌত করতে হয়না এর জবাবে ইবনে তাইমিয়া(রহিমাহুল্লাহ)এর বক্তব্য তুলে ধরা হলোঃ

ইবনে তাইমিয়া(রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কুকুর যেটি শিকার করে তাতে যদি কুকুরের লালা লাগে, তবে আলিমদের দুই মতের প্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্পষ্টমত অনুযায়ী ধৌত করা ওয়াজিব নয়।এটি ইমাম আহমদের দুইমতের একমত।কেননা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে এটি ধৌত করার আদেশ করেননি।আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনের সাপেক্ষে কুকুরের লালার ব্যাপারে ছাড়

দিয়েছেন।এবং তিনি অপ্রোয়জনীয় জায়গায় ধৌত করার আদেশ করেছেন। অতএব বুঝা গেলো শরীয়ত মাখলুকের কল্যানের দিকে লক্ষ রেখেছে গুরুত্ব দিয়েছে। এবং তাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে ছাড় দেওয়া হয়েছে।আমভাবে ছাড় দেওয়া হয়নি।[28]

[বিঃদ্রঃ-হুবুহু অনুবাদের দিকে লক্ষ না রেখে মূলবক্তব্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে।]

তারা নিচের হাদীস দ্বারাও দলিল পেশ করেন,

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেছেনঃ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় কুকুর মসজিদের ভিতর দিয়ে আসা-যাওয়া করতো অথচ এজন্য তাঁরা কোথাও পানি ছিটিয়ে দিতেন না।[29]

তাদের যুক্তি কুকুর মসজিদে আসা যাওয়া করলে লালা মসজিদে পড়া স্বাভাবিক।অথচ এখানে পানি ছিটানোর আদেশ দেওয়া হয়নি। তারা পানির ছিটাও দেননি।এর দ্বারা তারা বুঝাতে চান কুকুরের লালা নাপাক নয়।

এর দুইটি জবাবঃ

১.সবচেয়ে উত্তম জবাব হচ্ছে ইসলামের প্রথমযুগে সবকিছু হালাল ছিলো।কুকুর পাক না নাপাক এই ব্যাপারে দলিল আদিল্লা নাযিল হয়নি।স্পষ্টবিধান আসেনি।সুতরাং তখন মূল বিধান হচ্ছে সব জিনিস পাক।এখন ঐ মূলের দিকেই লক্ষ রেখে প্রাথমিক পর্যায়ে তা পাক ছিলো।তারপর আদেশ আসলো তোমরা এখন মসজিদকে সন্মান দেও অর্থাৎ পবিত্র রাখো।এর পরে বলা হলো তোমরা এখন মসজিদে দরজা বানাও।একথাটি বুঝা যাচ্ছে ইসমাইলীর রেওয়ায়েত থেকে, উমর(রদিয়াল্লাহু আনহু) উচ্চ আওয়াজে বলতেন,তোমরা মসজিদে বেহুদা কথা বলোনা। ইবনে উমর(রদিয়াল্লাহু আনহু)বলেন,রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমি মসজিদে রাত্রি যাপন করতাম।এবং কুকুরে..হাদীসের শেষ পর্যন্ত।সুতরাং বুঝা গেলো যে মসজিদে পানি না ছিটানো এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিলো।তারপর মসজিদকে সন্মানের আদেশ দেওয়া হলো।এমনকি মসজিদকে অনর্থক কথা থেকেও পবিত্র রাখার আদেশ

28.ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ আল-ফাতাওয়া

29.সহীহ বুখারী, হাদীসঃ ১৭৪

দেওয়া হলো।অর্থাৎ এইক্ষেত্রেও মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করো।অর্থাৎ এই জবাবের মাধ্যমে যারা কুকুর মসজিদে আসা যাওয়া করার হাদীস দ্বারা কুকুরের লালা পাক হওয়ার দলিল গ্রহন করেছেন তাদের জবাব বাদ হয়ে যায়।

ইবনে বাত্তাল ও উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহন করেছেন কুকুরের উচ্ছিষ্টঅংশ পাক।কেননা এখানে বলা হয়েছে কুকুর যাওয়া আসা করতো।আর কুকুরের স্বভাব হচ্ছে খাবার তালাশ করা।আর অনেক সাহাবীর বাড়ি-ঘর ছিলোনা।মসজিদ ছাড়া থাকার জায়গা ছিলোনা।আর কুকুর যাওয়া-আসার কারনে কুকুরের লালা অবশ্যই মসজিদের কোনো একজায়গায় পতিত হতো।আর সাহাবীদের যেহেতু ঘর-বাড়ি ছিলোনা তারা মসজিদে খাবার রাখবেন স্বাভাবিক।সুতরাং সেই হিসেবে কুকুরের লালা খাবারে পড়াটাও স্বাভাবিক।আর তারা সেটিকে নাপাক হিসেবে ধরেননি।এটিই প্রমান করে কুকুরের লালা পাক। ইবনে বাত্তাল(রহিমাহুল্লাহ)এর কথা থেকে এরুপই বুঝা যায়।

এর জবাব হচ্ছে মসজিদ যে,পবিত্র এটা একটা ইয়াকিনি জিনিস।আর তিনি যা বলেছেন এটা হচ্ছে একটা সন্দেহ।আর সন্দেহের মাধ্যমে ইয়াকিন দূর হয়না।তাছাড়া হাদীসের যে দালালত বুঝা যাচ্ছে এই দালালতটি ধৌতকরা সংক্রান্ত হাদীসের সাথে কোনো বিরোধ নাই।আর উপরে যে জবাব দেওয়া হয়েছে এই জবাবের কারনেও বিরোধ নাই।

বিস্তারিত দেখুন ফাতহুল বারি ১/২৭৯।

২.আর সাহাবীরা এই জন্যই পানির ছিটা দিতেন না,কেননা সূর্য এবং বাতাস ঐ নাপাকিটা দূর করে ফেলতো।যে কারনে ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে এই হাদীসের ব্যাপারে বাব বেধেছেন,

باب في طهور الأرض إذا يبست

যমিন শুকিয়ে গেলে পাক হয়ে যায়

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) –এর যুগে আমি রাতে মাসজিদে ঘুমাতাম।তখন আমি ছিলাম অবিবাহিত যুবক।সে সময় মাসজিদে প্রায়ই কুকুর যাতায়াত করত এবং তাতে পেশাব করে দিত।কিন্তু তাঁদের কেউ পেশাবের উপর পানি ঢালতেন না।[30]

ইবনে তাইমিয়া বলেন, এই হাদীসের মাধ্যমে তারা দলিল পেশ করেন যারা মনে করেন সূর্য ও বাতাসের মাধ্যমে জমিনের নাজাসাত পাক হয়ে যাবে।(অর্থাৎ রোদে ও বাতাসে শুকিয়ে যাওয়া মাধ্যমে পাক হওয়া)

30.সুনানে আবু দাউদ, হাদীসঃ ৩৮২

আর ইবনুল মুনযীর(রহিমাহুল্লাহ)এর বক্তব্যের জবাব হচ্ছে যে,কুকুর পাত্রে মুখ দিলে পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেওয়ার কথা হাদীসে আছে।সুনানে নাসায়ীতে মারফু হাদীসে বর্ণির্ত হয়েছে,

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ

তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়।[31]

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীসে(فَلْيُرِقْهُ) অর্থাৎ সে যেনো ঢেলে ফেলে দেয়,এই শব্দটি নাপাকির জন্য ধৌত করার মতটিকে শক্তিশালি করে।

কেননা এই ফেলে দেওয়াটা আম শব্দ।সেটি পানি কিংবা খাবারও হতে পারে।সুতরাং যদি পাত্রে থাকা পানি বা খাবার পবিত্র হতো তবে তা ঢেলে ফেলে দেওয়ার আদেশ করা হতোনা।কেননা ইসলামে মাল নষ্ট করা নিষিদ্ধ।

কিন্তু ইমাম নাসায়ী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,(পাত্রের জিনিস ঢেলে ফেলে দেয়) এই কথায় (সনদের উর্ধ্বতন রাবী) আলী ইব্‌ন মুসহিরকে কেউ অনুসরণ করেছে বলে আমি জানিনা।

ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,ঢেলে ফেলার ব্যাপারটি আতাসুত্রে ও আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু)থেকে মারফু বর্ণিত হয়েছে।যা ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা মারফু হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি আছে। বরং বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে হাদীসটি মওকুফ।যেমনটি ঢেলে ফেলে দেওয়ার কথা হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়্যুব থেকে,তিনি ইবনে সিরিন থেকে,তিনি আবু হুরায়রা(রদিয়াল্লাহু আনহু)থেকে মওকুফ বর্ণনা করেছেন।তার সনদ সহীহ।যা দারাকুতনী ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।

–বিস্তারিত দেখুন ফাতহুল বারী ১/২৭৫।

ইবনে হাজারআসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) আরও বলেন,নাপাক হওয়ার কারনে ধৌত করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এটিই শক্তিশালী।কেননা এখানে আমরা দলিল পাচ্ছি।কেননা ইবনে আব্বাস (রা:)থেকে স্পষ্ট প্রমানিত যে,কুকুর কোনো কিছুতে মুখ দিলে তা ধৌত করার কারন হচ্ছে তা নাপাক।মুহাম্মাদ ইবনে নসর আর মারওয়াযি তা সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।এর বিপরিত কোনো একজন সাহাবী থেকে প্রমানিত নয়। -বিস্তরিত দেখুন ফাতহুল বারী ১/২৭৭।

[তিনবার ধোয়ার দলীল]

আমি এখন আহনাফদের দলিলগুলি উল্লেখ করছিঃ

১ম দলিলঃ

31.সুনানে নাসায়ী, হাদীসঃ ৬৬

أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَرَابِيسِيِّ ثَنَا إسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إناء أحدكم فليرهقه وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ"، انْتَهَ

ইমাম ইবনে আদী (রহিমাহুল্লাহ) আল কামিল গ্রন্থে হুসাইন ইবনে আলী আল কারাবিসি হতে বর্ণনা করেন,কারাবাসী বলেন,আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন ইসহাক আল আযরাক,তিনি বলেন,আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন আব্দুল মালিক,তিনি আতা থেকে,তিনি আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে,আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যখন তোমাদের কারও পাত্রে কুকুর মুখ দেয়,তখন যেনো সেটা সে ফেলে দেয় এবং এই পাত্র যেনো তিনবার ধৌত করে।অতঃপর ইমাম ইবনে আদী আমর ইবনে শাইবাহ থেকে উপরের সনদের অনুরুপ বর্ণনা করেছেন।তবে সেটি মওকুফ।অর্থাৎ কারাবিসি যেটি ইসহাক থেকে বর্ননা করেছেন সেটি মারফু।অথচ আমর ইবনে শাইবাহ ইসহাক থেকে মওকুফ বর্ননা করেছেন।ইমাম ইবনে আদী (রহিমাহুল্লাহ) কারাবিসির হাদীসটির ব্যপারে বলেন,

قَالَ: وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ الْكَرَابِيسِيِّ، وَالْكَرَابِيسِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا غَيْرَ هَذَا

কারাবিসি ব্যতীত অন্য কেউ এ হাদীসটি মারফু হিসেবে বর্ননা করেন নি।আর এই হাদীসটি ব্যতীত কারাবিসির অন্য কোনো মুনকার হাদীস আমি পাই নি।তিনি আরও বলেন,

وَإِنَّمَا حَمَلَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ بِالْقُرْآنِ، فَأَمَّا فِي الْحَدِيثِ فَلَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا، انْتَهَى كَلَامُهُ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) কেবল লফযে কুরআনের দৃষ্টিকোন থেকে তার সমালোচনা করেছেন।আর হাদীসের ক্ষেত্রে আমি মনে করিনা তা সমস্যা।এই হাদীসটির ব্যপারে ইমাম ইবনুল জাওযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ، لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ الْكَرَابِيسِيِّ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِه

এই হাদীস সহীহ নয়।কারাবিসি ব্যতীত অন্য কেউ তা মারফু বর্ননা করেন নি।আর তিনি তাদের একজন,যাদের হাদীস দ্বারা প্রমান উপস্থাপন করা যায় না।[32]

কারাবিসি হচ্ছেন বাগদাদের ফকিহ,হাদীসের হাফেয।ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) এর ছাত্র।তিনি তার থেকে ফিকহ শিখেছেন।ইমাম বুখারী এবং ইমাম দাউদ জাহেরীর ওস্তাদ।ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) তাকে সত্যবাদী,জ্ঞান-গরিমার অধিকারি বলেছেন(তাকরিবুত তাহযীব,রাবি নং ১৩৩৭)।ইবনে হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) তাকে ছিকাহ বলেছেন।স্বয়ং ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) তার সম্পর্কে বলেছেন,

له اخبار كثيرة هو حافظها

তার সূত্রে অনেক হাদীস বর্নিত আছে।তিনি সেগুলোর হাফেয।(দরসে তিরমিযি,আল্লামা তকী উসমানী)।সমস্ত নির্ভরযোগ্য রাবি আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সাতবার ধৌত করার কথা বর্ণনা করেছেন।অথচ কারাবিসি তাদের পরিপন্থী তিনবার ধোয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) ছাড়া কেউ কারাবিসির সমালোচনা করেন নি।আর ইবনে আদী (রহিমাহুল্লাহ) এর কথায় বুঝা যায় উক্ত হাদীস ছাড়া তার অন্য কোনো মুনকার হাদীস নেই।অতএব মুলত তিনি ছিকাহ।তার

32.বিস্তারিতঃ নাসবুর রাইয়াহ, ১/১৩১

অন্যান্য বর্ণনা সহীহ।আর যদি আমরা তাকে ছিকাহ রাবি ধরি তাহলে অন্যান্য ছিকাহ রাবির বিপরীত বর্ণনা করায় তার হাদীসটি শায।যেটি মুফতি তকী উসমানীর কথায় বুঝা যায়।

২য় দলিলঃ

عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا

আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবী করিম সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ননা করেন যে,কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সেটা তিনবার অথবা পাচবার অথবা সাতবার ধুতে হবে।[33]

এই হাদীসের ব্যপারে ইমাম দারাকুতনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

تفرد به عبد الوهاب , عن إسماعيل وهو متروك الحديث , وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعا» , وهو الصواب

এটি কেবল আব্দুল ওয়াহহাব ইসমাইল থেকে এককভাবে বর্ননা করেছেন।আর তিনি মাতরুকুল হাদীস।অন্যরা হাদীসটি এই সূত্রে ইসমাইল থেকে বর্ননা করেন।তাতে আছে সাতবার ধৌত করো।আর এই শেষোক্ত বর্ণনাই যথার্থ।

৩য় দলিলঃ

عن أبي هريرة , قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث

আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা,তিনি বলেন,কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তোমরা তার মধ্যকার জিনিস ফেলে দাও।অতঃপর পাত্রটিকে তিনবার ধৌত করো।-দারাকুতনী ইমাম দারাকুতনী হাদীসটি বর্ননা করার পর বলেন,

هذا موقوف , ولم يروه هكذا غير عبد الملك، عن عطاء , والله أعلم

এটি মওকুফ হাদীস।আব্দুল মালেক ব্যতীত আর কেউ আতা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে হাদীসটি এভাবে বর্ননা করেন নি।আল্লাহই ভালো জানেন।

৪র্থ দলিলঃ

عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات

হজরত ইবনে জুরাইজ বলেন,আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলান,যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে সেটি কতবার ধুতে হবে?জবাবে তিনি বললেন,সাতবার,পাচবার এবং তিনবার সবকটিই আমি শুনেছি।[34]

ইমাম তাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) সাতবার ধৌত করা ও প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষার ব্যপারে একদল আলিমের মত উল্লেখ করার কথা অভিহিত করার পর বলেন,

---

33.সুনানে দারাকুতনী, হাদীসঃ ১৯৪

34.মুসান্নাফে ইবন আব্দুর রাযযাক, হাদীসঃ ৩৩৩

وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: يغسل الإناء من ذلك , كما يغسل من سائر النجاسات , واحتجوا في ذلك بما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

পক্ষান্তরে এই বিষয়ে অপরাপর আলিমগন তাদের বিরুধিতা করে বলেছেন,এতেও পাত্র সেভাবে ধৌত করা হবে যেভাবে অপরাপর নাজাসাত থেকে ধৌত করা হয়ে থাকে।সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তারা নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়তসমূহ দ্বারা প্রমান পেশ করেনঃ

وحدثنا حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي قال: ثنا الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب قال: ثنا سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده

আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন,রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,তোমাদের কেউ যদি রাতে(ঘুম থেকে জেগে)উঠে তবে সে হাতে দুই বা তিনবার পানি না ঢেলে তা পাত্রে ঢুকাবে না।কারন,সে জানে না তার হাত কোন কোন স্থানে রাত কাটিয়েছে।

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رزين عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال: فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا

এই রেওয়ায়েতে আছে,সে যেন তার দুই হাত দুই বা তিনবার ধৌত করে নেয়।

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب، عن جابر بن إسماعيل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه ثلاثا

সালিম (রহিমাহুল্লাহ) তার পিতা থেকে বর্ননা করেন যে,নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিদ্রা থেকে জাগরিত হতেন,তখন তিনি নিজ হাতে তিনবার পানি ঢালতেন। আমি ইমাম তাহাবীর উল্লেখিত রেওয়ায়েত থেকে এই কয়টি উল্লেখ করলাম।

অতঃপর ইমাম তাহাবী বলেন, বস্তুত ফকীহগনের এই দল বলেছেনঃযখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পবিত্রতা অর্জন করার ব্যপারে এটি বর্ণিত আছে,যেহেতু তারা(সাহাবীগন)পেশাব-পায়খানা করে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতেন না।তাই তিনি তাদেরকে এই বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন,যখন তারা নিদ্রা থেকে জাগরিত হবেন।কারন তারা তো জানেন না রাতে তাদের হাত তাদের শরীরের কোন কোন স্থানে অবস্থান করেছিল।হতে পারে তা পেশাব পায়খানা মোছার স্থানে লেগেছে।ফলে ঘামের কারনে তাদের হাত নাপাক হয়ে গিয়ে থাকবে।অতএব নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তিনবার হাত ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন।আর এটিই হচ্ছে হাতে লেগে থাকা পেশাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান।যখন তিনবার ধৌত করা দ্বারা পেশাব-পায়খানার মত গলীজ নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয় তখন তা থেকে হালকা নিম্নমান সম্পন্ন নাজাসাত থেকেও পাক হয়ে যাওয়াটা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা যা উল্লেখ করেছি,আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর সেই উক্তির দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়,যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরবর্তী কালে তার থেকে বর্ণিত আছে।অতঃপর ইমাম তাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) নিচের হাদীসটি উল্লেখ করেনঃ

حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر , قال: «يغسل ثلاث مرات

আতা (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সেই পাত্রের ব্যাপারে বর্ণনা করেন,যাতে কুকুর বা বিড়াল মুখ দিয়েছে।তিনি বলেনঃতা তিনবার ধুতে হবে।তারপর ইমাম তাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع , لأنا نحسن الظن به، فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته. ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما روى أبو هريرة لأنه زاد عليه

বস্তুত যখন আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) মত পোষন করেছেন যে,কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়,আর তিনিই এই বিষয়ে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পূর্বে উল্লেখিত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।সুতরাং এর দ্বারা সাতবার ধৌত করার হাদীস রহিত হয়ে যাওয়া সাব্যস্ত হল।কারন,আমরা তার ব্যাপারে উত্তম ধারোনা পোষণ করি।তাই আমরা তার ব্যাপারে এই ধারণাও করতে পারি না যে,তিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু শুনেছেন সেই মোতাবিক আমল না করে তা ছেড়ে দিয়েছেন।অন্যথায় তার বিশ্বাসযোগ্যতা খতম হয়ে যাবে এবং তার উক্তি ও রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য থাকবে না।আর যদি সাতবার ধৌত করার ব্যাপারে পূর্বেল্লিখিত রিওয়ায়াতের উপর আমল করা আবশ্যক মনে করা হয় এবং একে রহিত(মনে)করা না হয়,তাহলে এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু রিওয়ায়াত করেছেন,তা আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর রিওয়ায়াতের উপর আমল করা অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবে,যেহেতু এতে তিনি কিছুটা অতিরিক্ত বর্ননা করেছেন।

অতঃপর ইমাম তাহাবী (রহিমাহুল্লাহ) নিচের হাদীসটিও উল্লেখ করেন,

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، ووهب بن جرير، قالا: ثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن المغفل " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لي والكلاب. ثم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات , وعفروا الثامنة بالترا

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে,নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।তারপর বলেছেনঃকুকুরের সাথে আমার কি সম্পর্ক?কুকুর যখন তোমাদের কারো পাত্রে মুখ দেয়,তা সাতবার ধৌত কর এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত কর।এরপর ইমাম তাহাবী বলেন, বস্তুত এ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে,তা সাতবার ধৌত করা হবে এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত করবে।আর তিনি আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর(রিওয়ায়াতের)চাইতে বাড়তি বর্ণনা করেছেন।আর অতিরিক্ত(বর্ননা সম্বলিত হাদীস) অসম্পূর্ন(হাদীস)অপেক্ষা অধিক গ্রহনযোগ্য হয়।সুতরাং আমাদের বিরোধী পক্ষের জন্য এই বক্তব্য প্রদান করা উচিত যে,পাত্র আটবার ধৌত না করা পর্যন্ত তা পবিত্র হবে না।সপ্তমবার মাটি দ্বারা ঘষে এবং অষ্টমবারও অনুরুপ যাতে উভয় হাদীসের উপর একই সঙ্গে আমল হয়ে যায়।যদি তারা আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসের উপর আমল না করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে হাদীস ত্যাগ করার একই অভিযোগ অনিবার্য হয়ে পড়বে,যা সাতবার ধৌত করা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে তাদের বিরুধি পক্ষের বিরুদ্ধে অনিবার্য বলে তারা সাব্যস্ত করেছে।পক্ষান্তরে আমরা বর্ণনা

করেছি যে,গালিজ নাজাসাত থেকে পাত্র তিনবার ধৌত করার দ্বারা পাক হয়ে যায়।তাহলে তার চাইতে হালকা নাপাক বস্তু অনুরুপভাবে(তিনবার)ধৌত করার দ্বারা পাক হয়ে যাওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত।হাসান (রহিমাহুল্লাহ) এই বিষয়ে তাই বলেছেন,যা আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) রিওয়ায়াত করেছেন।

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو خلدة، عن الحسن، قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، والثامنة بالتراب

হাসান (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,পাত্রে যখন কুকুর মুখ দিবে তখন তা সাতবার ধৌত করবে এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত করবে।-দেখুন শারহু মায়ানিল আছার।

ইমাম যায়লায়ী (রহিমাহুল্লাহ) লিখেন,ইমাম বায়হাকি (রহিমাহুল্লাহ) কিতাবুল মা'রেফাহতে বলেনঃ

حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ عَطَاءٍ ثُمَّ عَطَاءٌ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالْحُفَّاظُ الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ عَطَاءٍ، وَأَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوُونَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثِّقَاتِ، وَلِمُخَالَفَتِهِ أَهْلَ الْحِفْظِ وَالثِّقَةِ - فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ - تَرَكَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَقَدْ أُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيه عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيه عَنْهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيه عَنْهُ مِنْ فِعْلِهِ، قَالَ: وَقَدْ اعْتَمَدَ الطَّحَاوِيُّ عَلَى الرِّوَايَةِ الْمَوْقُوفَةِ فِي نَسْخِ حَدِيثِ السَّبْعِ وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيه عَنْهُ، وَكَيْفَ يَجُوزُ تَرْكُ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ الْأَثْبَاتِ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ لَا يَكُونُ مِثْلُهَا غَلَطًا بِرِوَايَةِ وَاحِدٍ قَدْ عُرِفَ بِمُخَالَفَةِ الْحُفَّاظِ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِهِ، انْتَهَى

আব্দুল মালেক ইবনে সুলাইমানের হাদীস যা তিনি আতা থেকে এবং আতা আবু হুরায়রা থেকে কুকুর পাত্রে মুখ দিলে তা ধৌত তিনবার ধোয়ারকরার ব্যপারে বর্ণনা করেছেন।আতার ছাত্রদের মধ্যে কেবল আব্দুল মালিক একাই এটি বর্ননা করেছেন।অতঃপর আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর ছাত্রদের মধ্যে কেবল আতা এটি বর্ণনা করেছেন।আবু হুরায়রা ও আতার অন্যান্য হাফিয ও ছিকাহ ছাত্ররা সাতবার ধৌত করার কথা বর্ননা করেছেন।আর আব্দুল মালিকের সে বর্ণনা গ্রহন করা হবে না,তার যে বর্ণনা অন্যান্য ছিকাহদের বিপরীত হবে।কারণ তিনি কিছু বর্ণনার ক্ষেত্রে আহলুল হিফয ও ছিকাহ রাবিদের বিপরীত বর্ণনা করেছেন।তাকে শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ পরিত্যাগ করেছেন।এবং ইমাম বুখারী তার সহীহতে তাকে প্রমানস্বরুপ পেশ করেন নি(অর্থাৎ তার হাদীস মূল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেন নি)।তার থেকে এই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বৈপরিত্ব লক্ষ করা যায়।কেননা তাদের মধ্য থেকে কেউ তার থেকে মারফু বর্ননা করেছেন।এবং কেউ আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর বক্তব্য হিসেবে বর্ননা করেছেন।আবার কেউ আবু হুরায়রা থেকে তার কর্ম হিসেবে বর্ননা করেছেন।আর সাতবার ধৌত করার হাদীস রহিত হওয়ার ব্যাপারে তাহাবী মওকুফ হাদীসের উপর নির্ভর করেছেন।তার ধারণা যে,আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার বিপরীত করবেন না।অনেক সানাদে বর্ণিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও মহা হাফেযে হাদীসদের হাদীসকে বর্জন করা কীভাবে বৈধ হতে

পারে?একজনের ভুল রেওয়ায়েত এতগুলি ছিকাহ রাবিদের অনুরুপ হতে পারেনা। যে ভুল হাদীস কিছু মহা হাফেযে হাদীসের হাদীস বিরোধী।[35]

আল্লামা তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ কারাবিসির হাদীসটি শায বলেছেন।তবে তিনি বলেন,শায হাদীস গ্রহন ও খন্ডনের ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের সুপ্রসিদ্ধ মতভেদ আছে।মুহাক্কিকিনের বক্তব্য শায হওয়া বিশুদ্ধতার পরিপন্থি নয়।কারন এর রাবিও ছিকাহ।ফাতহুল মুলহিমের ভুমিকায় আল্লামা উসমানী (রহিমাহুল্লাহ) হাফেয সাখাবী ও ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্য দ্বারা তা প্রমান করেছেন।তার পূর্ন আলোচনাতে সিদ্ধান্তমুলক কথা এই বের হয় যে,শায হওয়া বিশুদ্ধতার পরিপন্থি নয়।আলবৎ এর কারনে বর্ণনা সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।যদি অন্য নিদর্শনাদি এর বিশুদ্ধতা বুঝায় তাহলে তা গ্রহনযোগ্য হবে।অন্যথায় তা রদ করে দেওয়া হবে।কারাবিসির এই বর্ননার বিশুদ্ধতার বিভিন্ন আলামত আছে।

১. হজরত আতা (রহিমাহুল্লাহ) সূত্রে সুনানে দারাকুতনিতে হজরত আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর একটি মওকুফ আছার রয়েছে, «إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات» যখন কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দেয় তখন সেটা ফেলে দাও।তারপর তা তিনবার ধৌত করো।প্রকাশ থাকে যে,হজরত আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই সাতবারের হাদীসের রাবি।অতএব,তার এই ফতওয়া প্রমান করছে যে,সাতবার হুকুম ওয়াজিব বুঝানোর জন্য নয়।প্রশ্নঃইমাম দারাকুতনি (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমতো এর উপর প্রশ্ন করেছেন যে,বর্ণনাটি আব্দুল মালেকের একার বিবরন।জবাবঃএই প্রশ্ন মোটেও ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়।কারন,আব্দুল মালেক সর্বসম্মতিক্রমে ছিকাহ।আর নির্ভরযোগ্য রাবির একাকিত্ব ক্ষতিকর নয়।প্রশ্নঃইমাম দারাকুতনি (রহিমাহুল্লাহ) দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন যে,হজরত আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর এই আছারের মুল পাঠে ইজতিরাব রয়েছে।কোনো কোনো বর্ণনায় এটা তার বক্তব্য ছিলো।আর কোনোটিতে তার আমল।যেমন দারাকুতনিতে একটি বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে অনুরুপ, কোনো পাত্রে যখন কুকুর মুখ দিতো,আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) সেটা ফেলে দিতেন।তারপর পাত্রটি তিনবার ধৌত করতেন।জবাবঃএটা কোনো ইজতিরাব নয়।বরং উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব যে,তিনি তিন বার ধোয়ার প্রতিও আমল করেছেন এবং বৈধতার ফতওয়া দিয়েছেন।প্রশ্নঃশাফেয়ীদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এটাও করা হয় যে,বিবরন ধর্তব্য,রায় ধর্তব্য নয়।এই মূলনীতির আলোকে হজরত আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস ধর্তব্য হবে তার ফতওয়া নয়।জবাবঃতার ফতওয়া কারাবিসির বর্ননা মুতাবেক।এজন্য এখানে এই মূলনীতিটি সংশ্লিষ্ট না।প্রশ্নঃহাফেয ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) নিজেই বলেছেন যে,দারাকুতনিতে হজরত আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর দ্বিতীয় আরেকটি ফতওয়া

35.নাসবুর রাইয়াহ, ১/১৩১-১৩২

সাতবার ধোয়ারও আছে।জবাবঃতিনবার ধোয়ার ফতওয়াটি ওয়াজিবের ক্ষেত্রে,আর সাতবার ধোয়ার ফতওয়া মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।সুতরাং উভয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য থাকলো না।

২. সুনানে দারাকুতনীতে আছে, নবী করিম সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত যে,কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সেটা তিনবার অথবা পাচবার অথবা সাতবার ধুতে হবে।যদিও বর্ননাটি যইফ,কিন্তু কারাবিসির ওপরযুক্ত বর্ণনার সহায়তার জন্য যথেষ্ট।

৩. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে(১/৭৯)হজরত আতা ইবনে ইয়াসার (রহিমাহুল্লাহ) এর ফতওয়া বিদ্যমান রয়েছে।যাতে তিনি তিনবারেরও অনুমতি দিয়েছেন।

عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات

হজরত ইবনে জুরাইজ বলেন,আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলান,যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে সেটি কতবার ধুতে হবে?জবাবে তিনি বললেন,সাতবার,পাচবার এবং তিনবার সবকটিই আমি শুনেছি।প্রকাশ থাকে যে,হজরত আতা (রহিমাহুল্লাহ) সাতবারের হাদীসেরও রাবি।যদি সাতবারের হুকুম ওয়াজিবের জন্য হতো,তাহলে এর খেলাফের অনুমতি তিনি কখনো দিতেন না।৪.সাতবারের বর্ণনাগুলো যদি ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হয়,তাহলে সূত্রগতভাবে বিশুদ্ধ কারাবিসির বর্ণনাটি সম্পূর্ন বর্জন করতে হবে।আর যদি কারাবিসির হাদীস অবলম্বন করা হয় তাহলে মোস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরে সাতবারের বর্ণনাগুলোর ওপরও আমল হতে পারে।বস্তুত বাহরুর রায়েক গ্রন্থকারের মন্তব্য মতে ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) ও ছিলেন সাতবার ধোয়া মোস্তাহাবের পক্ষে।৫.যদি রহিত হওয়ার সম্ভাবনার দিকে লক্ষ করা হয়,তাহলে কারাবিসির বর্ণনা প্রধান।কারন,কুকুর সম্পর্কে শরীয়তের বিধিবিধান ক্রমশ কঠোর থেকে সহজের দিকে এসেছে।যেমন,সহীহ মুসলিমে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ননায় আছে,তিনি বলেছেন,রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন কুকুর হত্যার।তারপর বলেছেন,তাদের এবং কুকুরের কি অবস্থা?তারপর তিনি শিকারি কুকুর এবং বকরির রাখালরুপে কুকুর রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন,যখন কোনো পাত্রে কুকুর মুখ দেয়,তখন তোমরা সেটা সাতবার ধৌত করো,অষ্টমবার মাটি দ্বারা মাজো।এই বর্ণনার পূর্বাপর বলেছে যে,সাতবার ধোয়ার হুকুমও কুকুরের ব্যপারে কঠোরতার ধারাবাহিকতার একটি অঙ্গ।আর এ বিষয়টি যুক্তিযুক্ত যে,শুরুতে সাতবারের হুকুম ওয়াজিবের জন্য ছিলো।আর পরবর্তীতে শুধু মোস্তাহাব অবশিষ্ট রয়েছে।যেমন এর সহায়তা হয় বর্ণনাগুলো দ্বারা।

৬.কারাবিসির বর্ণনার সহায়তা কিয়াস দ্বারাও হয় যে,সাতবারের হুকুম ওয়াজিব নয়।কারন,যেসব নাপাক গালিজা এবং সেগুলোর অপবিত্রতা অকাট্য প্রমানাদি দ্বারা প্রমানিত,যেগুলোতে ময়লা এবং ঘৃনা স্বভাব বেশী।যেমন,মল-মূত্র এমনকি স্বয়ং কুকুরের মল-মূত্র তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়।সুতরাং কুকুরের ঝুটা যেটি গলিজা নয়,অকাট্যও নয় এবং মল-মূত্র অপেক্ষা অধিক ঘৃনিতও নয়,তাতে সাতবার

ধোয়ার হুকুম যুক্তিযুক্ত কিভাবে হতে পারে?অতএব,স্পষ্ট বিষয় হলো এ হুকুম মুস্তাহাব।যেহেতু কুকুরের লালা অধিক বিষাক্ত হয়ে থাকে এ থেকে,সুনিশ্চিতরুপে বাচানোর লক্ষে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সাতবার ধোয়ার জন্য।এজন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে মাটি দিয়ে মাজাও মুস্তাহাব।

৭. সাতবারের হাদীসগুলোতে এদিকে লক্ষ করলে বিরাট মতপার্থক্য আছে যে,অনেক বর্ননায় أولی هن بالتراب প্রথমবার মাটি দ্বারা, তিরমিযির বর্ননায় أولی هن واخر هن بالتراب প্রথমবার ও শেষবার মাটি দ্বারা মাজো। কোনো বর্ননায় السابعة بالتراب সপ্তমবার মাটি দ্বারা মাজো। আর কোনোটিতে والثامنية عفروه في التراب অষ্টমবার মাটি দিয়ে মাজো এই শেষ বাক্যটি أو হরফটিকে অনেকে সন্দেহের জন্য প্রযোজ্য বলেছেন। মোটকথা,বর্ণনার শব্দগুলোর মাঝে পার্থক্যের কারনে সামঞ্জস্য বিধান জরুরী।আর ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরলে সামঞ্জস্য বিধান লৌকিকতাশুন্য হয় না।কিন্তু মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরলে এগুলোতে বিনা লৌকিকতায় সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় যে,এগুলোর প্রতিটি পদ্ধতিই বৈধ।এসব নিদর্শনের ভিত্তিতে কারাবিসির বর্ণনা শায হওয়া স্বত্বেও প্রমান হয়ে যায়।(আল্লামা তকি উসমানির বক্তব্য সমাপ্ত হলো)।-দেখুন দরসে তিরমিযি।

ইমাম আল্লামা আব্দুল হাই লাখনাভী (রহিমাহুল্লাহ) এ মাস'আলা ব্যাপারে খুব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে আলোচনা করেছেন। যা ১২ পৃষ্ঠাব্যাপী। (আস-সা'আয়াহ, ১/৪৫২-৪৫৩)তিনি আলোচনার ইতি টানেন নিম্নের কথা দ্বারা,

ولعل المنصف الغير المتعسف يعلم بعد ملاحظة هذا البحث ضعف كلام أرباب التثليث و قوة كلام أصحاب التسبيع أو التثمين. وأقواهما آخرهما، إلا أن يحمل الأمر في حديث التثمين للاستحباب. وفي حديث التسبيع للإيجاب. و الله أعلم بالصواب

ইনসাফপূর্ণ ও অস্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি এ আলোচনার অবলোকন করার পর জেনে নিবে যে,তিনবার ধৌত করার মত দুর্বল, আর সাতবার বা আটবার ধৌত করার মত শক্তিশালী। সাতবার বা আটবার ধৌত করার ব্যাপারে দ্বিতীয় মত (আটবার ধৌত করা।আর তার মাঝে একবার মাটি দিয়ে পরিষ্কার করার মত) অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী। তবে অষ্টমবার ধৌত করাকে মুস্তাহাব হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং সপ্তমবার ধৌত করার হাদীসকে ওয়াজিব হিসাবে গণ্য করতে হবে।আল্লাহই ভালো জানেন।[36]আস-সা'আয়াহ ১/৪৫৪

নামাজীর সামনে দিয়ে কুকুর গমন করলে সালাত ভঙ্গ হওয়া আর না হওয়া প্রসঙ্গঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ "

36.আস-সা'আয়াহ, ১/৪৫৪

. فَقُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ قَالُوا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ . قَالَ أَحْمَدُ الَّذِي لاَ أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَفِي نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ . قَالَ إِسْحَاقُ لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلاَّ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ

আবদুল্লাহ ইবনু সামিত (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, আমি আবূ যার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি নামায আদায় করে তখন তার সামনে হাওদার পিছনের কাঠের মত কিছু (অন্তরাল) না থাকলে কালো কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক তার নামায নষ্ট করে দিবে। আমি আবু যার (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রশ্ন করলাম, কালো কুকুর এমন কি অপরাধ করল, অথচ লাল অথবা সাদা কুকুরও তো রয়েছে? তিনি বললেন হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমিও তোমার মত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এমন প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন কালো কুকুর শাইতান সমতুল্য।-ইবনু মাজাহ(৯৫২), মুসলিম,জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩৩৮।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

ইবনু ‘আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ঋতুবর্তী মহিলা ও কুকুর সলাত আদায়কারীর (সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে) সলাত নষ্ট হয়ে যায়।-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৭০৩

আবু হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,নবী করীম সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,কুকুর ও গাধার গমনাগমনে সালাত নষ্ট হয়ে যায়।-মুসনাদে আহমদ,মুসলিম,ইবনে মাজাহ।আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ননা করেন।তিনি সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,সালাতের সামনে দিয়ে নারী(অপর বর্ণনায় ঋতুবতী নারী)গাধা ও কুকুর চলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়।-মুসনাদে আহমদ।ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) এবং অনেক আহলে জাহের বলেন,উক্ত তিনটি জিনিস মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায় যখন সুতরা বা অন্তরাল না থাকে।আধুনিক কালের আলিমগনের মধ্যে বিন বায (রহিমাহুল্লাহ),সালেহ আল মুনাজ্জিদও অনুরুপ মত পোষন করেন।তবে জমহুর আলিমদের মতে এতে সালাত নষ্ট হবেনা।তাদের দলিল সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ্।ইমাম তিরমিযি (রহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء، قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود

ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,যা সম্পর্কে আমি সন্দেহ করিনা সেটি হলো,কালো কুকুর নামাজ ভেঙ্গে ফেলে।আর আমার অন্তরে গাধা ও মহিলা সম্পর্কে কিছু দ্বিধা রয়েছে।ইসহাক বলেছেন,কালো কুকুর ব্যতীত অন্য কিছু নামাজ ভঙ্গ করে না।

নিচের হাদীসগুলো জমহুরের সালাত নষ্ট না হওয়ার দলিল হিসেবে পেশ করা হয়ঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ الْفَضْلِ عَلَى أَتَانٍ فَجِئْنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنًى . قَالَ فَنَزَلْنَا عَنْهَا فَوَصَلْنَا الصَّفَّ فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلاَتَهُمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ . وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ .

ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, আমি একটি গাধীর পিঠে ফযলের পিছনে সাওয়ার ছিলাম। আমরা মিনায় পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাহাবাদের নিয়ে নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। আমরা গাধার পিঠ হতে নেমে (নামাযের) কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। গাধীটা কাতারের সামানে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তাতে তাদের নামায নষ্ট হয়নি।-ইবনু মাজাহ(৯৪৭), বুখারী ও মুসলিম,জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩৩৭।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - قَالَ شُعْبَةُ أَحْسَبُهَا قَالَتْ - وَأَنَا حَائِضٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو الأَسْوَدِ وَتَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَإِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَذْكُرُوا " وَأَنَا حَائِضٌ

‘আয়িশাহ্ (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর (সলাত আদায়কালে) আমি তাঁর ক্বিবলাহ্র মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। শু’বাহ বলেন, আমার ধারণা, ‘আয়িশাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) এটাও বলেছিলেন, আমি তখন হায়িয অবস্থায় ছিলাম।সহীহ, তবে ‘আমি হায়িয অবস্থায় ছিলাম’ এ কথাটি বাদে।ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি ‘আয়িশাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে। ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ও আবূ সালামাহ্ কর্তৃক ‘আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর সূত্রের বর্ণনায় ‘আমি তখন হায়িয অবস্থায় ছিলাম’ কথাটুকু উল্লেখ নেই।-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৭১০

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا

مُعْتَرِضَةٌ، فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَمَامَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ . زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِي ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ " تَنَحَّىْ " .

'আয়িশাহ্ (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে ক্বিবলাহ্র দিকে আড়া-আড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। এরূপ অবস্থায়ই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (রাতের নফল) সলাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি বিত্র সলাত আদায়ের ইচ্ছা করলে আমাকে চিমটি কাটতেন আর বলতেনঃ উঠো এবং পাশে দাঁড়াও। বর্ণনাকারী 'উসমানের বর্ণনায় 'চিমটি কাটার' কথাটি আছে।-আবু দাউদ,বুখারী ও মুসলিম।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ، فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَمَامَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ . زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِي ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ " تَنَحَّىْ " .

'আয়িশাহ্ (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে ক্বিবলাহ্র দিকে আড়া-আড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। এরূপ অবস্থায়ই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (রাতের নফল) সলাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি বিত্র সলাত আদায়ের ইচ্ছা করলে আমাকে চিমটি কাটতেন আর বলতেনঃ উঠো এবং পাশে দাঁড়াও। বর্ণনাকারী 'উসমানের বর্ণনায় 'চিমটি কাটার' কথাটি আছে।-হাসান সহীহঃ বুখারী ও মুসলিম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " .

আবূ সাঈদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সলাতের সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে সলাত ভঙ্গ হয় না। তবে সাধ্যানুযায়ী তোমরা এরূপ করতে বাধা দিবে। কারণ সে তো একটা শাইত্বান।-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৭১৯।

হাদীসটির তাহকিকঃ

১.শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে যইফ বলেছেন।এর সনদের রাবি মুজালিদ সম্পর্কে হাফিয বলেন তিনি শক্তিশালী নন।

২.শায়খ যুবাইর আলী যাই (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন হাসান।তিনি মুজালিদের ব্যাপারে কিছু বলেন নি।তবে তার কথায় বুঝা যায় দারাকুতনীতে হাদীসটির শক্তিশালি শাহেদ আছে।

৩.শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত (রহিমাহুল্লাহ) এর সনদকে যইফ বলেছেন।কিন্তু হাদীসটিকে শক্তিশালী বলেছেন শাহেদের ভিত্তিতে।আমি নিচে শায়খ শুয়াইব আরনাউত (রহিমাহুল্লাহ) এর আলোচনাটার কিছু দিক তুলে ধরছিঃএই হাদীসের শাহেদ আছে আবু উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে দারাকুতনী(১৩৮৫)এবং তাবরানী কাবিরে(৭৬৮৮) এই শব্দে لا يقطع الصلاة شيء" সালাতের সামনে দিয়ে

কোন কিছু অতিক্রম করলে সলাত ভঙ্গ হয় না।এবং সনদে উফাইর বিন মা'দান যইফ।ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) মুয়াত্তায় ১/১৫৬ ইবনে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) উপর মওকুফ বর্ণনা করেছেন।তিনি বলেন,আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যুহরী,তিনি সালিম থেকে,সালিম তার পিতা ইবনে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে,ইবনে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,মুসল্লীর সামনে দিয়ে যা কিছু চলাচল করে তার কোনটিই নামাজকে নষ্ট করে না।এর সনদ সহীহ।এবং ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তার সাথে একাত্নতা ঘোষনা করেছেন।বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) সহীহ বুখারীতে(৫১৫)যুহরীর বক্তব্য উল্লেখ করেন।ইবনে শিহাব যুহরী তার চাচাকে সালাতের সামনে দিয়ে কোনো কিছু চলাচল করলে সালাত ভাঙ্গবে না কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন কোনো কিছু চলাচল করলে ভাঙবে না।আর দারাকুতনীতে একটি হাদীস আছে।১৩৮০ নং হাদীস যার সনদ হাসান।যেমনটি হাফেয দিরায়াহতে ১/১৭৮ বলেছেন।এ শাওয়াহেদগুলো একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে।ফলে এর দ্বারা হাদীসটি শক্তিশালী হয়।-বিস্তারিত দেখুন আবু দাউদের উক্ত হাদীসের আলোচনায়।

ইমাম বাগাভী (রহিমাহুল্লাহ) শরহু সুন্নাহ ২/৪৬১ তে আয়েশা,ইবনে আব্বাস,আবু সাইদ খুদরী (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন এই সকল হাদীসসমূহ এই কথার দলিল যে,মহিলা যদি মুসল্লির সামনে দিয়ে চলাচল করে মুসল্লির সালাত ভঙ্গ হবে না।এবং সাহাবীদের থেকে ও তাদের পরবর্তীদের থেকে অধিকাংশ আহলে ইল্ম এই কথার উপর যে,মুসল্লির সামনে দিয়ে কোনো কিছু চলাচল করলে সালাত ভঙ্গ হবে না।এই বিষয়ে হজরত উসমান ও ইবনে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর বক্তব্য আছে।ইবনুল মুসাইয়্যেব,শাফেয়ী,উরওয়াহ(রহিমাহুল্লাহ)ও এরুপ বলেছেন।এবং এই মত পোষন করেছেন ইমাম মালেক,সওরী,শাফেয়ী ও আহলুল রায়গন।আর কতিপয় এই মত পোষন করেছেন যে,সালাতের সামনে দিয়ে মহিলা,গাধা,কালো কুকুর অতিক্রম করলে সালাত ভঙ্গ হবে।এটা আনাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,হাসান (রহিমাহুল্লাহ) ও অনুরুপ মত পোষন করেছেন।একদল বলেন,সালাতের সামনে দিয়ে হায়েজগ্রস্থ মহিলা ও কালো কুকুর গেলে সালাত ভঙ্গ হবে।ইবনে আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এটা বর্নিত।আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহিমাহুল্লাহ) ও অনুরুপ মত পোষন করেন।আরেকদল বলেন,কালো কুকুর ব্যতীত অন্য কিছু সালাতের সামনে দিয়ে গেলে সালাত ভঙ্গ হবে না।এটা আয়েশা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত।এবং এটা ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্য।তিনি আরোও বলেন,

وقال أحمد: وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء .وزعم أصحاب أحمد، أن حديث أبي ذر عارضه في المرأة والحمار حديث عائشة، وابن عباس، فبقي خبر أبي ذر في الكلب الأسود، ولا معارض له، والله أعلم .

ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,মহিলা ও গাধা সম্পর্কে আমার অন্তরে কিছু দ্বিধা আছে।এবং আহমদের সাথীগন দাবি করেন যে,আয়েশা (রদিয়াল্লাহু আনহু) ও ইবনে আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস মহিলা ও গাধার ব্যপারে আবু যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসের বিরোধিতা করে।তবে আবু

যার (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে কালো কুকুরের ব্যাপারটা রয়ে যায়।আর এটা তার বিরোধি হয় না।আল্লাহই ভালো জানেন।-শরহুস সুন্নাহ ২/৪৬২

মুফতি তকি উসমানি জমহুরে দলিল উল্লেখ করতে গিয়ে তিরমিযির ইবনে আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস এর দিকে ইঙ্গিত করে সাথে আরও বলেন, তাছাড়া আয়েশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীসে আছে,নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ আদায় করতেন।আর আমি তার সামনে জানাজার মতো শুয়ে থাকতাম।এসব বর্ণনা দ্বারা প্রমানিত হয় যে,গাধা ও মহিলা মুসল্লির সামনে থাকা অথবা অতিক্রম করার ফলে তা নামাজ ভঙ্গের কারন হয় না।অবশ্য কালো কুকুর সম্পর্কে কোনো বর্ণনা জমহুরের কাছে নেই।তবে কালো কুকুরকেও এই দুই হাদীসের উপর কিয়াস করা যেতে পারে।হাম্বলী মাজহাবপন্থির পক্ষ হতে এই প্রশ্ন উথাপন করা হয় যে,আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটি বাচনিক।আর জমহুরের দলিলগুলো ক্রিয়াবাচক।সুতরাং বাচনিক দলিলের প্রাধান্য দেওয়া উচিত।জমহুরের পক্ষ থেকে জবাব হচ্ছে প্রাধান্যের এ মূলনীতি তখন আমলযোগ্য যখন সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব।তার পদ্ধতি হলো,আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসে(অর্থাৎ তিরমিযির ৩৩৮ নং হাদীসে) قطع দ্বারা উদ্দেশ্য নামাজ ফাসেদ হয়ে যাওয়া নয়।বরং মুসল্লি এবং তার প্রভুর মাঝে সম্পর্ক তথা খুশু ও একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া।-দরসে তিরমিযি।

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুর রহিম আল মুবারকপুরী (রহিমাহুল্লাহ) তিরমিযির শরাহ তুহফাতুল আহওয়াযিতে লিখেনঃ

قال النووي : اختلف العلماء في هذا فقال بعضهم : يقطع هؤلاء الصلاة . وقال أحمد بن حنبل : يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء ، ووجه قوله : إن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث ، وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها يعني الذي أشار إليه الترمذي في الباب المتقدم ، وذكرنا لفظه : وفي الحمار حديث ابن عباس يعني الذي رواه الترمذي في الباب المتقدم . وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور من السلف والخلف : لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم ، وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها ، ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر : لا يقطع صلاة المرء شيء وادرءوا ما استطعتم ، وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ ، وليس هنا تاريخ . ولا تعذر الجمع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث : لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف ، انتهى .

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,এই ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ আছে।তাদের কতিপয় বলেন,এগুলোর কারনে সালাত নষ্ট হবে।আহমদ ইবনে হাম্বল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,কালো কুকুরের কারনে সালাত ভেঙ্গে যাবে।আর আমার অন্তরে গাধা ও মহিলা সম্পর্কে কিছু দ্বিধা রয়েছে।আর তার (এ)বক্তব্যের কারন হচ্ছে,অবশ্যই কুকুরের অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে তার মধ্যে এমন কিছু আসেনি যা এই হাদীসের বিরোধিতা করে।আর মহিলার ব্যাপারে আয়েশা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস আছে,যা ইমাম তিরমিযি

(রহিমাহুল্লাহ) তার আগের অধ্যায়ে ইশারা করেছেন।যার শব্দ আমরা বর্ননা করেছি গাধা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস যা তিরমিযি আগের অধ্যায়ের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।আর ইমাম মালিক,আবু হানিফা,শাফেয়ী (রদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আগের পরের অধিকাংশরা বলেছেন,এসব কিছু(গাধা,মহিলা,কালো কুকুর)অতিক্রম করলে সালাত বাতিল হবে না,এগুলো ছাড়া অন্য কিছু অতিক্রম করলেও হবে না।এনারা এই হাদীসের এই ব্যখ্যা করেন যে, قطع দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সালাতের একাগ্রতা ও মনোনিবেশ নষ্ট হওয়া,এগুলোর সালাত নষ্ট হওয়া উদ্দেশ্য নয়।এবং তাদের মধ্যে কেউ দাবি করেন এই হাদীস দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে: সলাতের সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে সলাত ভঙ্গ হয় না।তবে সাধ্যানুযায়ী তোমরা এরূপ করতে বাধা দিবে।এই মত সন্তোষজনক নয়।কারন রহিত হওয়ার পদ্ধতি তখন গ্রহন করতে হবেযখন হাদীসগুলোর মাঝে সমন্বয় করা ও হাদীসগুলোর ব্যখ্যা করা অসম্ভব হবে,এবং যদি আমরা সময়কাল জানি।আর এখানে সময়কাল উল্লেখ নেই।আর সমন্বয় ও ব্যাখ্যা করাও সম্ভব।বরং, আমরা যা আলোচনা করেছি তার উপর ভিত্তি করে সমন্বয় করতে হবে, তাছাড়া সলাতের সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে সালাত ভঙ্গ হবে না হাদীসটি যইফ।-বিস্তারিত তুহফাতুল আহওয়াযিতে তিরমিযির ৩৩৮ নং হাদীসের ব্যখ্যায় দেখুন।

আল্লামা তকী উসমানীবলেন,বাচনিক হাদীসটির বিপরীতে জমহুরের ক্রিয়াবাচক দলিলগুলোর প্রাধান্যের আরেকটি কারন হলো,যদি ক্রিয়াবাচক হাদীসগুলো সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত হয় তবে কখনও কখনও বাচনিক হাদীসগুলোর ওপরও প্রাধান্য লাভ করে।এখানেও অনুরুপ।কেনোনা,সাহাবায়ে কেরামের প্রচুর আছার এমন বর্নিত আছে যে,এগুলো দ্বারা নামাজ নষ্ট হয় না।-দরসে তিরমিযি

ইমাম আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, إذا تنازع الخبران. عن النبى- صلى الله عليه وسلم - نظر ما عمل به أصحابه من بعده. নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দু’টি হাদীস পরস্পর বিরোধী হলে তাঁর পরে তাঁর সাহাবীগণ যেরূপ আমল করেছেন তা বিবেচনায় আনতে হবে।-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৭২০।

অনুসন্ধানে জানা যায় যে,অধিকাংশ সাহাবী সালাত বিনষ্ট না হওয়ার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন।নিচে আমরা কিছু আছার উল্লেখ করছিঃ

১.عن علي، وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوهم عنكم ما استطعتم আলী ও উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত,তারা বলেন,সালাতের সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে সলাত ভঙ্গ হয় না। তবে সাধ্যানুযায়ী তোমরা এরূপ করতে বাধা দিবে।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা,হাদীস নং ২৮৮৪।শায়খ শুয়াইব আরনাউত আবু দাউদের টিকায় এর সনদকে সহীহ বলেছেন।কিন্তু এর সনদে কাতাদাহ ও সাইদ দুজনে মুদাল্লিস।

২. حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، أن عمر، قيل له: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: يقطع الصلاة الحمار والكلب، فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء

ইমাম ইবনে আবী শাইবা বলেন,আমাদেরকে বর্ননা করেছেন ইবনে উয়াইনা,তিনি যুহরী থেকে,তিনি সালিম থেকে,সালিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,ইবনে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রশ্ন করা হয় যে,আব্দুল্লাহ ইবনে আইয়াশ ইবনে আবী রাবী'আ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,কুকুর ও গাধা সালাতকে বিনষ্ট করে দেয়।এতে ইবনে উমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন,মুসলমানের সালাতকে কোনো কিছু বিনষ্ট করবে না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২৮৮৫।এর সনদ সহীহ।

৩. حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن الزبرقان، عن كعب بن عبد الله، عن حذيفة، قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم

হুজাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত,তিনি বলেন,সালাতের সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে সলাত ভঙ্গ হয় না। তবে সাধ্যানুযায়ী তোমরা এরূপ করতে বাধা দিবে।-ইবনে আবী শাইবা,২৮৮৯।সনদে যিবরিকন আছেন।তিনি মাজহুলুল হাল।

৪. وأخرج أحمد (٢٦٧٣٣) بإسناد صحيح عن أم سلمة أنها قالت: كان يفرش لي حيال مصلى رسول الله، فكان يصلي وأنا حياله.

ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) সহীহ সনদে উম্মে সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ননা করেন যে,তিনি বলেন,আমার জন্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুসল্লার সম্মুখে বিছানা বিছান হত।তখন তিনি সালাত আদায় করতেন আর আমি তার সামনে থাকতাম।-মুসনাদে আহমদ ২৬৭৩৩।শায়খ শুয়াইব আরনাউত এর সনদ সহীহ বলেছেন।

কুকুর বিক্রি প্রসঙ্গেঃ

কুকুর বিক্রি করা জায়েজ কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে।ইমাম আহম,শাফেয়ী,আহলে জাহেরের মতে কুকুর বিক্রি করা সর্বাবস্থায় নাজায়েজ।চাই সেটা শিকারি কুকুর হোক বা না হোক।এটা ইমাম মালেকেরও এক রেওয়ায়াত।আধুনিক আলিমদের মধ্যে শাইখ বিন বায, ইবন উসাইমিন(রহিমাহুমুল্লাহ) এর ফতওয়াও অনুরুপ।পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানিফা ও তার দুই ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহিমাহুল্লাহ) এর অভিমত যেসব কুকুর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় সেগুলো বিক্রি করা জায়িজ।এটা ইমাম মালেকের ২য় অভিমত।অনুরুপ মত পোষন করেন ইমাম আতা ও ইব্রাহীম নখয়ী (রহিমাহুল্লাহ)।যারা কুকুর বিক্রি করা নাজায়িজ বলেন তাদের কিছু দলিল নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

আবূ মাসঊদ আনসারী (রদিয়াল্লাহু আনহু)আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) হতে নিষেধ করেছেন।-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২২৩৬

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

আবূ মাসঊদ আনসারী (রদিয়াল্লাহু আনহু)আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) হতে নিষেধ করেছেন।-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২২৩৭

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا

আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন। কেউ কুকুরের মূল্য চাইতে এলে মাটি দিয়ে তার হাতের মুষ্টি ভরে দিবে।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

আওন ইবনু আবূ জুহাইফাহ (রহঃ)তার পিতা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুরের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৪৮৩

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عُلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِيِّ

আবূ হুরাইরাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কুকুরের বিক্রয় মূল্য, গণকের ভেট এবং ব্যভিচারের মাধ্যমে আয় ভক্ষণ করা হালাল নয়।-নাসায়ী(৪২৯৩),সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৪৮৪।

আহনাফদের দলিলঃ

اخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ، وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ

জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু)রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিড়াল ও কুকুরের মূল্য গ্রহন করতে নিষেধ করেছেন, তবে শিকারী কুকুরের মূল্য ব্যতীত।-সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৪২৯৫।ইমাম নাসায়ী বলেন হাম্মাদ ইবনে সালামাহ থেকে হাজ্জাজের হাদীস সহীহ নয়।যুবাইর যাই হাদীসের সনদকে দুর্বল বলেছেন।শায়খ আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . وَأَبُو الْمُهَزِّمِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ وَتَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَضَعَّفَهُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ هَذَا وَلاَ يَصِحُّ إِسْنَادُهُ أَيْضًا

আবূ হুরাইরা (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, শিকারী কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুরের বিক্রয় মূল্য নিতে নিষেধ করা হয়েছে।-জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১২৮১। শায়খ আলবানী হাদীসটি হাসান বলেছেন।ইমাম তিরমিযি বলেন এ হাদীসটি উল্লেখিত সনদ সূত্রে সহীহ নয়।আবু মুহাযযিমের নাম ইয়াজিদ ইবনে সুফিয়ান।শো'বা ইবনুল হাজ্জাজ তার ব্যপারে কালাম করেছেন এবং তাকে দুর্বল বলেছেন।জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্নিত হয়েছে।তার সনদও সহীহ নয়।শায়খ যুবাইর আলী যাই এর সনদকে যইফ বলেছেন।আবু মুহাযযিমকে তিনি অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন।তিনি হাদীসটির সকল শাহেদকেও যইফ বলেছেন।ইমাম তাহাবী বলেন,যে সব হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে উহা সে সময়ের যখন আমভাবে কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।পরে হত্যার সাথে সাথে বিক্রির নিষেধের হুকুমও মানসুখ হয়ে গেছে।

কুকুর হত্যার বিধান

কুকুর হত্যার নির্দেশ ও তা রহিত হওয়া এবং শিকার,ফসল পাহারা,জন্তু পাহারা ইত্যাদি কাজ ছাড়া অন্য কারনে কুকুর পালন হারাম হওয়া প্রসঙ্গেঃ

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

‘আবদুল্লাহ ইব্‌নু ‘উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)হাফসা (রদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পাঁচ প্রকার প্রাণী যে হত্যা করবে তার কোন দোষ নেই। (যেমন) কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর।-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৮২৮।

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلاَ نَدَعُ كَلْبًا إِلاَّ قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا .

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুর হত্যার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর মাদীনার ভেতরে ও তার চারপাশের কুকুর ধাওয়া করা হত। আর কোন কুকুরই আমরা না মেরে ছেড়ে দিতাম না। এমনকি বেদুঈনদের দুগ্ধবতী উষ্ট্রীর সাথে যে কুকুর থাকত (পাহারার জন্য) তাও আমরা হত্যা করতাম। (ই. ফা. ৩৮৭৩, ই. সে. ৩৮৭২),সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৯১০রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুর হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।ইসলামের প্রথম যুগে সব রকমের কুকুর হত্যা করার নির্দেশ ছিল।যাতে করে মানুষ পরিপূর্নভাবে কুকুর থেকে দূরে থাকে।পরবর্তীতে কেবল কালো কুকুর হত্যা করার হুকুম দিয়ে আম হুকুমকে মানসুখ করা হয়েছে।যেমন হাদীসে এসেছে:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ " عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " .

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলতেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুর হত্যা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।অতঃপর কোন বেদুঈন নারী কুকুরসহ আগমন করলে আমরা তাও হত্যা করে ফেলতাম। পরে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং বলেনঃ চোখের উপর সাদা দু’টিকা বিশিষ্ট ঘন কালো রঙের কুকুর তোমরা হত্যা কর, কেননা তা হল শাইতান (অর্থাৎ-অতি নিকৃষ্ট)। (ই. ফা. ৩৮৭৫, ই. সে. ৩৮৭৪),সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৯১২।এরপর মতলকভাবে সব ধরনের কুকুর হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।তবে যদি ক্ষতিকর ও দংশনকারী হয় তাহলে এখনও কুকুর হত্যা করার হুকুম বহাল আছে।তবে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর মতে সব রকমের কুকুর হত্যা করা জায়েজ।কষ্টদায়ক কুকুর হোক বা না হোক।তিনি উপরে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

জমহুর অন্যান্য হাদীসের মাধ্যমে রহিত হওয়ার প্রমান পেশ করেন।যেমনঃ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ، بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ " مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ " . ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ .

ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুর হত্যা করতে বলেন। পরে তিনি বলেছেনঃ এদের এবং কুকুরের কী অবস্থা! অতঃপর শিকারী কুকুর ও বকরীর পাল পাহারার ব্যাপারে তিনি অনুমতি প্রদান করেন। (ই. ফা. ৩৮৭৬, ই. সে. ৩৮৭৫),সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৯১৩

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا

كُلِّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَبِي رَافِعٍ وَأَبِي أَيُّوبَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ " أَنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ شَيْطَانٌ " . وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ الْبَهِيمُ الَّذِي لاَ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَيَاضِ . وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ صَيْدَ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ الْبَهِيمِ .

আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কুকুর (আল্লাহ্ তা’আলার) সৃষ্ট প্রাণীগুলোর একটি প্রাণী না হলে আমি এর সবগুলোকে মেরে ফেলার হুকুম করতাম। অতএব এগুলোর মধ্যে যে কুকুরগুলো অত্যাধিক কালো সেগুলোকে তোমরা মেরে ফেল।-সহীহ, মিশকাত তাহকীক ছানী (৪১০২), গাইয়াতুল মারাম (১৪৮), সহীহ্ আবূ দাঊদ (২৫৩৫),জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৪৮৬

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ . فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا

ইবনু ‘উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুর হত্যা করতে হুকুম দিয়েছেন। তবে শিকারী কুকুর, বকরী পাহারা দানের কুকুর অথবা অন্য জীবজন্তু পাহারা দেয়া কুকুর ব্যতীত। অতঃপর ইবনু ‘উমারের নিকট বলা হলো যে, আবূ হুরায়রা্ (রদিয়াল্লাহু আনহু) তো ক্ষেত পাহারার কুকুরের কথাও বলে থাকেন। ইবনু ‘উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ আবূ হুরাইরার ক্ষেত আছে। [১৯] (ই. ফা. ৩৮৭৪, ই. সে. ৩৮৭৩),সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৩৯১১।

আবু হুরায়রার ক্ষেত আছে এ কথার অর্থ হল,তিনি যেহেতু চাষাবাদ করতেন সেহেতু তিনিই এ ব্যাপারে বেশী অভিজ্ঞ।কেননা যে ব্যক্তি কোন কাজে জড়িত থাকে সে ঐ বিষয়ে বেশি অভিজ্ঞ হয়।সার কথা হলো,প্রথমে রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবরকম কুকুর হত্যা করার আদেশ দেন।তারপর শুধু কালো কুকুরের ব্যাপারে এই হুকুম বহাল থাকে।পরে তাও রহিত হয়ে যায়।তবে রং যাইহোক ক্ষতিকর কুকুর এখনও হত্যা জায়েজ।তবে কালো কুকুর যেহেতু তুলনামুলক বেশী ক্ষতিকর হয়ে থাকে এজন্য বিশেষ গুরুত্বের সাথে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।-ইযাহুল মুসলিম।

কালো কুকুর দ্বারা শিকার করানোঃ

ইমাম আহমদ,হাসান বসরী,ইব্রাহিম নখয়ী এবং কতক শাফেয়ীগনের মতে কালো কুকুর দ্বারা শিকার জায়িজ নেই।এরুপ কুকুর কোনো প্রাণি শিকার করলে তা খাওয়াও জায়িজ নয়।কেননা হাদীসে একে শয়তান বলা হয়েছে।তবে ইমাম আবু হানিফা,শাফেয়ী,মালেক এর মতে কালো কুকুর দ্বারা শিকার করা অন্যান্য কুকুরের মতই জায়েজ।কুকুর লালন-পালন করার হুকুমঃ শিকার,ফসল পাহারা,জন্তু পাহার জন্য কুকুর পালা জায়েজ এই ব্যাপারে সবাই একমত।তবে ঘর-বাড়ি পাহারা দেয়া কুকুরকে এর উপর কিয়াস করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।শাফেয়ীদের সহীহ বক্তব্য অনুযায়ী জায়েজ।হানাফীরাও তাই

বলেন।আর পাহারাদার বা শিকারি কুকুর ছাড়া অন্য কোন কুকুর পালন করলে প্রতিদিন দুই কীরাত কতক রিওয়ায়াতে এক কীরাত করে আমল নষ্ট হওয়ার কথা হাদীসে এসেছে।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِضَارٍ وَلاَ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ " .

ইবনু উমার (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে লোক শিকারী কুকুর অথবা গবাদিপশু পাহারাদার কুকুর ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্যে কুকুর লালন-পালন করে থাকে, তার সাওয়াব প্রতিদিন দুই কীরাত (উহুদ পর্বতের সমতুল্য নেকি) পরিমাণ কমে যায়।-আবূ দাঊদ (২৮৩৪),জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৪৮৭।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ إِنِّي لَمِمَّنْ يَرْفَعُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ " لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلاَّ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন খুতবা দিচ্ছিলেন তখন তাঁর চেহারার সম্মুখ থেকে যারা খেজুর গাছের ডাল সরিয়ে রেখেছিলেন তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ কুকুর যদি (আল্লাহ্ তা‘আলার) সৃষ্ট প্রজাতিসমূহের মধ্যে একটি প্রজাতি না হতো তবে আমি এগুলোকে ধ্বংসের জন্য নির্দেশ দিতাম। অতএব এদের মধ্যে যে কুকুরগুলো মিশমিশে কালো তাদেরকে মেরে ফেল। যে বাড়ীর মানুষেরা শিকারের উদ্দেশ্যে, ফসলাদি ও মেষপাল পাহারা দেয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর পালন করে থাকে তাদের সৎআমল হতে প্রতিদিন এক কীরাত করে (সাওয়াব) কমে যায়।-ইবনে মাজাহ(৩২০৫),জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৪৮৯

কীরাত হলো পাচটি ঘরের সমপরিমাণ অথবা দানেকের অর্ধেক পরিমান বস্তু।(দানেক বলা হয় ৬ অংশ বিশিষ্ট দেরহামকে)।কেউ বলেন দীনারের ৬ এর ৪ অংশ,কেউ বলেন ২০ এর ১ অংশ,আহলে হিযাযের পরিভাষায় ২৪ এর ১ অংশ।সুনানে কুবরার মুসান্নিফ বলেন,কীরাত হলো উহুদ পাহাড়ের সমান।হাদীসে কীরাত বলতে নির্দিষ্ট একটি অংশ উদ্দেশ্য।যার পরিমান একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।উদ্দেশ্য হল,কুকুর পালার কারনে আস্তে আস্তে আমল নিঃশেষ হয়ে যায়।এক ও দুই কীরাতের ইখতিলাফ সম্পর্কে কেউ কেউ এই মত পোষন করেছেন যে,শহরের কুকুর হলে দুই আর গ্রামের হলে এক কীরাত।কেউ বলেন,মদীনার কুকুর হলে এক কীরাত।অন্য জায়গার কুকুর হলে দুই কীরাত নষ্ট হবে।যেখানে অতিরিক্ত বর্ননা করা হয়েছে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে।কেননা এই রাবী এমন কিছু যিয়াদাহ

স্বরন রেখেছে যা অন্যরা পারেন নি।আর ছিকাহ রাবির যিয়াদাহ গ্রহণযোগ্য।কুকুর পালন করলে সওয়াব কমে যাওয়ার কারন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী বলেন,আলিমগন এর কারনে সওয়াব কমে যাওয়ার কারন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন মত পেশ করেছেন কেউ বলেন,কুকুর থাকার কারনে ফেরেস্তারা ঘরে প্রবেশ করে না ফলে সওয়াব কমে যায়।কেউ বলেন,এর কারনে পথচারী কষ্টের সম্মুখীন হয়,কেননা কুকুর পথচারীদের আক্রমন করে এবং ভীত সন্ত্রস্ত করে।কেউ বলেন,এটা তাদের শাস্তি।কেন সে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলো?কেউ বলেন,কুকুর মালিকের অসাবধানতার সুযোগে পাত্র ইত্যাদিতে মুখ দিয়ে বসে,অথচ জানা না থাকার কারনে মাটি-পানি দ্বারা সেগুলো ধোয়া সম্ভব হয় না।

কুকুর পালা নিষিদ্ধ হওয়ার হেকমতঃ

১.কুকুর স্বভাবের দিক দিয়ে শয়তানের মত হয়।২.শয়তান কতৃক এরা ওয়াসওয়াসা গ্রহন করে।৩.মানুষকে কষ্ট দেয়।৪.মৃত এবং নাপাক খায়।৫.এরা অনেক রোগ বালা ও জীবানু বহন করে।এর লালা চরম বিষাক্ত,যা মানুষের জন্য চরম ক্ষতিকর।৬.কুকুর স্বজাতির প্রতি বিদ্বেষ পোষন করে,এক কুকুর আরেকটিকে সহ্য করতে পারেনা।প্রতিপালনকারীর মধ্যেও এর প্রভাব পরে।এসব কারনে কুকুর পালতে নিষেধ করা হয়েছে।অন্যথায় প্রয়োজন থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।এসব ছাড়াও আরো অনেক কারন আছে।-ইযাহুল মুসলিম।